পবিত্র কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পেলেন শায়খ ওয়াহাব

সারে-জমিন

ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের বিরুদ্ধে পথসভা

রূপসী বাংলা

অ্যাসাঞ্জের মুক্তি গণমাধ্যমকে কতটা মুক্তি দেবে

সম্পাদকীয়

হজ-পরবর্তী আমল

দাওয়াত

ইতিহাস গড়ার আনন্দ কানাডার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৭ জুন, ২০২৪
১৩ আষাঢ় ১৪৩১
২০ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 172 ■ Daily APONZONE ■ 27 June 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মেয়াদ বৃদ্ধি আর নয়

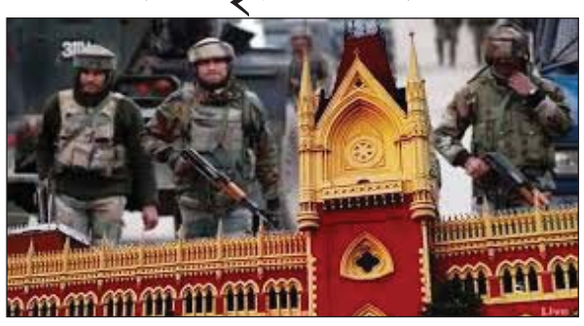

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ভোট পরবর্তী হিংসার জেরেই বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল হাইকোর্ট। বুধবার তার মেয়াদ বৃদ্ধির দাবিতে হওয়া মামলার শুনানি হয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডন ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, রাজ্যে আদৌ কেন্দ্রীয় বাহিনী আর প্রয়োজন কি না, সেই ব্যাপারে এবার কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। আপাতত রাজ্যের উপরই বর্তাবে রাজ্যে শান্তি রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব। যেখানে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেখানে তারা নজরদারি করবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে রাজ্য সেই দায়িত্ব পালনে কোথাও ব্যর্থ হচ্ছে, তাহলে তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা মোতায়েন করতে পারে।

পাশাপাশি এ দিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে। সেগুলি হল -দু'সপ্তাহ পরে আদালতে এই নিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় যে সমস্ত অভিযোগ জমা পড়েছে, তার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। যাঁরা এখনও ঘরছাড়া, তাঁদের অবিলম্বে ঘরে ফেরাতে হবে।

এ দিন শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর চিঠি দিয়েছে, যাতে স্কুলের জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী অন্যত্র রাখার আর্জি জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শেষ ১৫ দিন ধরে রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা তেমন কিছু ঘটেইনি। আমরা সংবাদপত্রেও তেমন কিছু পাইনি। ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেটা বিবেচনা করতে আরজি জানাচ্ছি আদালতে। তাতে সায় দেয় হাইকোর্টের গঠিত বেঞ্চ।

সংসদে বিরোধী কণ্ঠস্বর না রোখার আর্জি রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: দ্বিতীয়বারের জন্য লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার জন্য ওম বিড়লাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা বুধবার আশা প্রকাশ করেছেন যে তাদের সভায় "জনগণের কণ্ঠস্বর" উত্থাপন করতে দেওয়া হবে এবং সাংসদদের সাসপেন্ড করা আর করা হবে না। লোকসভার বেশি করে বিরোধদের বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার দাবি নিয়েও সরকারের পাল্টা জবাব দিয়ে রাহুল বলেন, সংসদ কতটা দক্ষতার সঙ্গে চলছে সেটাই প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের মতামত কতটা শোনা হবে।

বিড়লার বিরুদ্ধে কে সুরেশকে দাঁড় করিয়ে বিরোধীরা যখন অধ্যক্ষ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল তখন রাহুল সভার ফ্লোরে গিয়ে বিড়লাকে অভিনন্দন জানান। গণতান্ত্রিক চেতনায় এবং উভয় পক্ষের হাততালির মধ্যে, রাহুল গান্ধী নতুন স্পিকার হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সাথে বিড়লাকে চেয়ারে নিয়ে যান। তিনিও তাকে শুভেচ্ছা জানান এবং তার নতুন ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাহুল বলেন, বিরোধীরা চায় সভা "প্রায়শই এবং ভালভাবে" কাজ করুক এবং আরও যোগ করেন যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে সহযোগিতা হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রথম দিন সাদা টি-শার্ট ও ট্রাউজার পরেছিলেন রাহুল। বিগত লোকসভায় বিরোধীদের যথেষ্ট বলার সুযোগি মিলেছিল বলে সরকারের দাবির বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, বিরোধীদের চুপ করিয়ে সভা চালানো একটি অগণতান্ত্রিক ধারণা। তিনি স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন, দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় সফল নির্বাচনের জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি সমগ্র বিরোধী দলের পক্ষ থেকে, ভারত জোটের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। এই হাউস ভারতের জনগণের কণ্ঠস্বরকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং স্পিকার স্যার, আপনিই সেই কণ্ঠস্বরের চূড়ান্ত বিচারক। অবশ্যই, সরকারের রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে, তবে বিরোধীরা ভারতের জনগণের কণ্ঠস্বরও প্রতিনিধিত্ব করে এবং এবার বিরোধীরা গতবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতীয় জনগণের কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। রাহুল জানিয়ে দেন, বিরোধীরা স্পিকারকে তার কাজে সহায়তা করতে চায়।

রাহুল বলেন, আমি আত্মবিশ্বাসী আপনারা আমাদের সংসদে কথা বলার অনুমতি দেবেন। উল্লেখ, রাহুল জোর দিয়ে বলেন যে হাউসে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে অনুমতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে দক্ষতার সঙ্গে সভা চালানো যায়, এই ভাবনা অগণতান্ত্রিক। লোকসভার তৃতীয় বৃহত্তম দল সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব আশা প্রকাশ করেছেন, সাংসদদের সাসপেন্ড করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, কারণ এতে লোকসভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ডিএমকে-র টি আর বালু স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন, বিরোধী এবং শাসক দলের সাথে একই আচরণ করা উচিত। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধি এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে করমর্দন করলে তা উচ্ছ্বসিত হয় সংসদে।

কলেজে হিজাব নিষিদ্ধের পক্ষে রায় বম্বে হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: মুম্বইয়ের একটি কলেজে হিজাব, বোরকা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯ ছাত্রীর দায়ের করা পিটিশন খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। হিজাব, বোরকা ও নিকাব ছাড়াও ড্রেস কোডে কলেজ চত্বরে স্টোল, ক্যাপ ও ব্যাজ পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিচারপতি এ এস চান্দুরকর এবং বিচারপতি রাজেশ পাটিলের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এনজি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজ অফ আর্টস, সায়েন্স অ্যান্ড কমার্সের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়।

এই নজন শিক্ষার্থী চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত কলেজে বিজ্ঞান ডিগ্রি কোর্সের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষে পাঠরতা। গত ১৪ জুন কলেজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা।

আবেদনকারীরা বলেন, যে এই পদক্ষেপটি তাদের গোপনীয়তা এবং পছন্দের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি তাদের ধর্ম পালনের অধিকারও লঙ্ঘন করেছে। তারা এই নিষেধাজ্ঞাকে "স্বেচ্ছাচারী, অযৌক্তিক, খারাপ এবং বিকৃত" বলে অভিহিত করেছে।

কলেজের ভেতরে ও বাইরে বেশ কয়েক বছর ধরে নিকাব ও হিজাব পরে আসছেন বলেও দাবি করেন শিক্ষার্থীরা।

গত সপ্তাহে এক শুনানিতে কলেজের সিনিয়র অ্যাডভোকেট অনিল আন্তুরকর আদালতকে জানান, ধর্মীয় প্রতীক প্রদর্শন এড়াতেই ড্রেস কোড জারি করা হয়েছে। আন্তুরকর আরও বলেন, এই নিষেধাজ্ঞাটি মুসলমানদের লক্ষ্য করে নয় এবং এটি সমস্ত ধর্মীয় প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী আলতাফ খান ২০২২ সালের কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ের কথা তুলে ধরেন যা রাজ্য জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিজাব পরার নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিল। নির্দেশে বলা হয়েছিল, পড়ুয়াদের স্কুল ও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইউনিফর্ম পরতে হবে। খান উল্লেখ করেন, ২০২২ সালের রায়টি কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিজাব নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিল যেখানে শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম পরা বাধ্যতামূলক ছিল। এনজি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজ অফ আর্টস, সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স ইউনিফর্ম না থাকা সত্ত্বেও ড্রেস কোড জারি করেছিল।

খান আরও বলেন, যে মুম্বাই কলেজের সিদ্ধান্তটি হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়েছিল এবং এতে কোনও আইনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন ছিল না। অন্যদিকে কর্নাটকে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল প্রাক্তন বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। আদালত অবশ্য বলেছে, কলেজের ড্রেস কোডের প্রেসক্রিপশন কীভাবে সংবিধানের ১৯(১)(এ) (বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা) এবং ২৫ (ধর্ম পালনের স্বাধীনতা) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

বিচারপতিরা বলেন, আমাদের মতে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(এ) এবং ২৫ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীদের দাবি করা অধিকারকে লঙ্ঘন করার জন্য নির্ধারিত পোশাকবিধি থাকতে পারে না। হিজাব, নকাব ও বোরকা পরা তাদের ধর্মের অপরিহার্য প্রথা বলে আবেদনকারীদের এই যুক্তিও মানতে নারাজ বেঞ্চ।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

নওদা ব্লকে নানা দল থেকে যোগদান তৃণমূলে

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মঙ্গলবার রাতে সন্ধ্যে মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের রায়পুর অঞ্চলের বুন্দাইনগর এলাকায় যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ জন মেম্বার সহ বুন্দাইনগর এলাকার সিপিআইএম ও কংগ্রেস থেকে প্রায় ৫ শতাধিক কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে। ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ বলেন লোকসভা ভোট মিটতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে এবং উন্নয়নের কাজে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে সিপিআইএম কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক নওদায় বলে জানান তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মন্ডল, নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ, নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফিরোজ শেখ সহ স্থানীয় অঞ্চল ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বরা ।

মহেশতলায় মাদক বিরোধী দিবস পালিত

মতিয়ার রহমান ● মহেশতলা

আপনজন: বুধবার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগে মহেশতলা থানা ও থানা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে মাদক বিরোধী পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকঘর থেকে শুরু হয়ে আকড়ায় শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা সুপার অম্লান কুসুম ঘোষ, মহেশতলার এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লা, মহেশতলার আইসি তাপস সিনহা, মহেশতলা থানার টিআই অশোক ঘোষ, অতি সঞ্জয় রুদ্র, মহেশতলা থানার মেজ বাবু সঞ্জয় মন্ডল, মহেশতলা থানা ও থানা উৎসব সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তারকনাথ সাহা ও হাতিবার রহমান মোল্লা পৌর মাতা শুভ্রা চক্রবর্তী ও সোমা বেরা মহেশতলা থানা ও থানা উৎসব সমন্বয় কমিটির বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষিকা সঞ্চালিকা দীপা মাইতি।

নেশামুক্ত সমাজ গড়ার ডাক গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালন করলো গলসি থানা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অন্তর্গত গলসি থানার উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। এদিন বেলা বারোটা নাগাদ থানা থেকে একটি রালি গোটা গলসি বাজার পরিক্রমা করে। যেখানে পা মেলান পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি যোগ দেন স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তাররা। সমাজকে সুস্থ সুন্দর রাখতে ও নেশামুক্ত সমাজ গড়তেই এমন উদ্যোগ বলে জানান গলসি ওসি অরুন কুমার সোম।

ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার বিরুদ্ধে পথসভা বহরমপুরে

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: গত ২২শে মে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর সমস্ত ও বি সি সার্টিফিকেট বাতিল করেছে। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীকার রক্ষা মঞ্চের আহবানে ,বহরমপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মোড়ে একটি প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করা হয়।এই পথসভা মূলত আয়োজন করা হয়েছিল, সহনাগরিকদের মধ্যে ওবিসি কি,এবং কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ভারত সরকার (সাচার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওবিসি সম্প্রদায় ভুক্ত পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য) সংরক্ষণ ব্যবস্থা আইন করে চালু করেছিল। এর প্রেক্ষিতে, তৎকালীন বাম সরকার ওবিসি(এ) সম্প্রদায় ভুক্ত পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ১০% অতিরিক্ত সংরক্ষণ চালু করেছিল। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসে, এই সংরক্ষণের সঠিক বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় পক্ষপাতপুষ্ট এবং বিভেদমূলক বলে অবিযোগ তোলা হয় এই পথসভায় । বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সভাপতি ডাক্তার, মীর হাসনাত আলি, মিলন মালাকার, তায়েদুল ইসলাম, প্রবীণ সংবাদিক অনল আবেদিন, ডাক্তার এম আর ফিজা, হাসিবুর রহমান, উমারাই সেন, সুফিয়া পারভিন বেগম । গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন অঞ্জন প্রামাণিক,এবং বিকাশ সাহা। মঞ্চের পক্ষ থেকে পথ চলতি মানুষের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়। উপস্থিত বক্তারা সকলেই আশা ব্যক্ত করেন নিশ্চয় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে এই রায় পুর্বিবেচনা করবে। মঞ্চ ভবিষ্যতে এই রায় পুর্বিবেচনা না হলে বৃহৎ আন্দোলনে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে এই পথসভায়।

বিএলআরও অফিসে দুর্নীতি বিরোধী বিক্ষোভ

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: বুধবার দিন রায়দিঘী কনকনদিঘী এলাকায় সাধারণ মানুষ বিএলআরও অফিসের সামনে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার সাধারণ মানুষ। মূলত তাদের অভিযোগ বিএলআরও টাকার বিনিময় মিথ্যে রেকর্ড বার করছে আর এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে তিনি কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করেন না। অন্যদিকে বেশিরভাগ দিনে তিনি নিজের দপ্তরে উপস্থিত থাকেন না। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের এমনও অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সরকারি পাট্টা সমস্ত কাগজপত্র হয়ে গেলেও পাট্টা দিচ্ছেন না তিনি, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মিথ্যে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রকৃত জমির মালিকেরা জমির অধিকার পাচ্ছে না আর যা নিয়ে বি এল আর ও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। ঘটনার খবর পেয়ে পরবর্তী সময়ের ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়দিঘি থানার পুলিশ। তবে এলাকার মানুষজনের দাবী যতক্ষণ না পর্যন্ত এর সঠিক উত্তর পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে। তবে অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে বি এল এডের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সমস্ত কিছুই অস্বীকার করেন বলেন এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি।

কান্দি থানার অভিনব উদ্যোগ মাদক দিবসে

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: ২৬শে জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার উদ্যোগে বুধবার কান্দির পুরন্দরপুর থেকে খড়সা মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ কিমি একটি মিনি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কান্দি মহকুমা পুলিশ আরক্ষা আধিকারিক সাসরেক আম্বারদর , কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ও বিশিষ্টজনেরা।এই মিনি ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হয়েছেন মেদিনীপুর থেকে আগত শীর্ষেন্দু সাউ ।এদিন মিনি ম্যারাথন দৌড়ে প্রায় ২৫০জনের অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে ছিলেন। ম্যারাথন দৌড় শেষে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার বার্তা দিয়ে কান্দি থানা চত্বরে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রায় একশোজন প্রতিযোগী এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কান্দি থানার এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। এই দিনটি পালন করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাদক সেবন ও পাচারের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

ডিআই অফিসের গাফিলতিতে এরিয়ারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ শিক্ষকদের

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: এরাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের এর অধীন সমস্ত হাই মাদ্রাসা, জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসাগুলি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক পর্ষদ ও ডিরেক্টর অফ মাদ্রাসা এডুকেশন বা ডিএমই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তুস্কুলগুলির ন্যায় মাদ্রাসারগুলির জন্যও একই বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডি.আই এর দফতরের মাধ্যমেই সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বেতন, ভ্যাকেন্সি অনুমোদন, এপ্রুভাল, শিক্ষকদের রিটেনসন সহ অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। মাদ্রাসার বেতন ও এরিয়ার সংক্রান্ত অর্থ বিকাশ ভবনের ডি.এম.ই কর্তৃক বরাদ্দ হয় এবং জেলার ডি.আই কিংবা এ. ডি.আই অফিসের মাধ্যমেই তার সদ্ব্যবহার হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষকদের অভিযোগ হল ডি.এম.ই কর্তৃক অর্থ এরিয়ার বাবদ মেটানোর জন্য গত আর্থিক বছর এবং এমনকি এবছরের এপ্রিল মাসে ডি.আই অফিসে টাকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ডি.আই

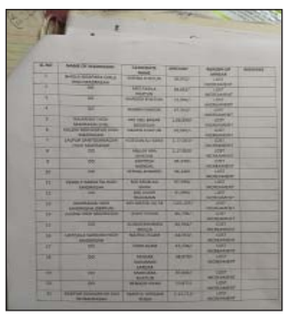

অফিসের গাফিলতি ও অসহযোগিতার কারনে শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি শিক্ষকদের একাংশ অভিযোগ করেছেন যে তাদের এরিয়ার এর টাকা পাওয়ার জন্য অফিসের কয়েকজন কর্মী অনৈতিক ভাবে অর্থ (ঘুষ) দাবি করছেন। টাকার জন্য ফাইল আটকে রাখার বিষয়টি ডি.আই এর নজরে আনার পর ডি.আই . জয়ন্তী জানা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিলেও শিক্ষকদের লস্ট ইনক্রিমেন্ট সহ বেশ কতকগুলি বিষয়ের এরিয়ার এর টাকা আজও পান নি শিক্ষকরা। সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক মোজাম্মেল হক এর কাছে বারাংবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেছেন শিক্ষকরা। মাদ্রাসার জন্য নিযুক্ত ডিলিং করণিক তন্ময় বাবু সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে ফাইল প্রস্তুত করছেন না বলে অভিযোগ মাদ্রাসার শিক্ষকদের ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করার উপর জোর দিলেও কিছু কিছু কর্মীর গাফিলতির কারণে কাজের গতি ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন শিক্ষকদের অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন। শিক্ষা দফতরের নিয়ম মেনেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ না নিলে বার্ষিক বেতন বা ইনক্রিমেন্ট বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একাংশ জানান, শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চিয়তা ও বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অব্যাহত রাখার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ও.ডি. এলপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকদের ন্যায় মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই যাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লস্ট ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত অর্থ এরিয়ার বাবদ মেটানোর বন্দোবস্ত করা হয় বেশ কয়েক বার । জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের এর মাধ্যমে শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত নথি পত্র সহ অর্থের জন্য রিকুইজিশন জমা দিতে হয় ডি.এম.ই দফতরে । অভিযোগ এই ক্ষেত্রেও পিছিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিকুইজিশন জমা না দেওয়ার জন্য শিক্ষকরা তাদের এরিয়ার বাবদ প্রাপ্ত টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। একাধিক বার নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও বার বার একই নথি চাওয়া হচ্ছে ।আবার গতবছর এরিয়ার বাবদ সমূহ টাকা সঠিক সময়ের মধ্যেই সদ্ব্যবহার না হওয়ার কারনে টাকা ফেরত চলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মাদ্রাসার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে । এবারেও সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য শিক্ষকরা ডি.আই অফিসে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হল সম্মতিনগর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: খারাপ রাস্তা নিয়ে মেম্বারকে অভিযোগ জানানোই গ্রামবাসীদের উপর বোমা চালানোর অভিযোগ। বুধবার বিকেলে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগর পঞ্চায়েতের আহমদপুরে। গ্রামবাসীদের লক্ষ করে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকায় ভাংচুর চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যানের অবৈধ কারবারিদের কড়া হুঁশিয়ারি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় প্রশাসনিক বৈঠকে হুঁশিয়ারির পর রাজ্যজুড়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন নেতা হোক বা পুলিশ কাওকে ছাড় দেয়া যাবে না। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিচার চাইতে আসবেন। যারা সহযোগিতায় হাত বাড়াবেন না। তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবেন এমনই বক্তব্য রাখার পর থেকে জেলায় জেলায় আরো তৎপর হলো প্রশাসন। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার বর্ধমান বিদ্যাপিঠ স্কুলে জল প্রকল্পে উদ্বোধন করতে এসে বর্ধমান জেলার নেতাদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন সেই সমস্ত নেতাদের আশেপাশে বহু মানুষ ঘুরে বেড়ায় যারা অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত। নিজের সুবিধা পাওয়ার জন্য ধান্দাবাজি নেতাদের সঙ্গে আশেপাশে ঘুরে বেড়ান সেই সমস্ত নেতাদের বলা হয় দাদা কিংবা

কাকা ।এবার আর কোন নেতাকে ছাড় দেয়া যাবে না ।যে সমস্ত নেতারা অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেওয়া হবে।, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার আরো বলেন বর্ধমান শহরে উন্নয়ন অনেকটাই কাজ হচ্ছে কিন্তু কিছু নেতারা নিজের পকেট ভর্তি করতে উন্নয়নের কাজকে স্থগিত রেখে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। আর সেই কারণেই তাদের আশেপাশে দেখা যায় বহু মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা বেআইনি ঘর বাড়ি তৈরি করছে। বেআইনি বালি তুলছে তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। ওই সমস্ত ব্যবসাদাররা অসামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত সেই সমস্ত নেতাদের সাথে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাতে মানুষ ভাবছে নেতার পেছনে বহু মানুষ আছে। নিজের স্বার্থ মেটানোর জন্যই সেই সমস্ত মানুষরা নেতার সঙ্গে ২৪ ঘন্টা থাকেন। চেয়ারম্যান আরো বলেন আমার বয়স হয়ে গেছে আমি কিছু নিয়ে যাব না ।এক বছরের মধ্যে আমার পরিবারের তিনজন দেহ ত্যাগ করেছে। আমি যতদিন আছি ততদিন মানুষের জন্য কাজ করে যাব। আর একাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে সক্রিয় বিষ্ণুপুর পৌরসভা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর তৎপর বিষ্ণুপুর পৌরসভা, বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী লাল বাঁধের পাড়ে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে পথে নামলো বিষ্ণুপুর পৌরসভা এবং পুলিশ, ২৪ ঘন্টা সময় দেওয়া হল দোকানদারদের ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা নির্দেশের পরই তৎপর বিষ্ণুপুর পৌরসভা। ২৪ ঘন্টার সময় দেয়া হলো অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা দোকানদারদের। এদিন বিষ্ণুপুর পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী লালবাঁধের পাড়ে গজিয়ে ওঠা অবৈধ দোকান উচ্ছেদে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে যৌথ অভিযান চালায়। প্রত্যেকটা দোকানদারকে কড়াভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের সমস্ত দোকানপাট গুটিয়ে নেওয়ার জন্য আগামীকাল যদি এই দোকান একই অবস্থায় থাকে তবে পৌরসভার পক্ষ থেকে সমস্ত দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয় এর আগেও একাধিকবার এই দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তারা কোনরকম কথা শোনেনি। এবার তাদের করা নির্দেশ দেওয়া হল।
আর এতে করেই চিন্তার ভাঁজ স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন পৌরসভার পক্ষ থেকে দোকান বন্ধ করার কথা জানিয়েছেন কিন্তু দোকান বন্ধ করলে তাদের সংসার কিভাবে চলবে এ নিয়েই চিন্তায় রয়েছে তারা।

পাট বোঝাই লরিতে আগুন ধরায় চাঞ্চল্য

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: পাট বোঝাই লরিতে আগুন ধরে গিয়ে তীব্র চঞ্চলের সৃষ্টি হলো নদিয়ার নবদ্বীপে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে নবদ্বীপ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীবাস অঙ্গন ঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই দিন বিকেলে শ্রীবাস অঙ্গন ঘাট সংলগ্ন একটি পাট গোডাউন একটি লরি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে গাড়িতে পাট বোঝাই করে। এরপর গাড়িটি গোডাউন থেকে বেরোনোর সময় কোনভাবে রাস্তার উপরে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে চলে আসলে গাড়ি বোঝাই পাটে আগুন ধরে যায়। যার ফলে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। এলাকাবাসীরা একজোট হয়ে জল ঢেলে প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রথমে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। পরে আরেকটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয়। এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। এছাড়াও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নবদ্বীপ পৌরসভার পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। প্রায় ৮৪ বেল পাট পুরে নষ্ট হয়ে যায়।

ক্যানিংয়ে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে প্রশাসনিক বৈঠক

জাহেদ মিস্ত্রী ● ক্যানিং

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ক্যানিং ফুটপাত দখল মুক্ত করতে প্রশাসনিক বৈঠক। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী বেআইনিভাবে দখল নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি ফুটপাত দখলমুক্ত করা সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশের পরেই ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশ রামদাস পুলিশ প্রশাসন,জন প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রুটের বাস, টোট,অটো সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি দের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন। নো পার্কিং জনে টোটো বাইক গাড়ি দাঁড় করিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সামনে। এমনকি সার্ভিস রোড পর্যন্ত দখল করে দাঁড়িয়ে থাকছে সারি সারি গাড়ি। অঘোষিত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে সার্ভিস রোড। আরো সমস্যা বাড়িয়েছে শহরে গজিয়ে ওঠা একাধিক শপিং মলের পার্কিং প্লেস না থাকা।
এলাকায় একটি শপিং মল থাকলেও তার নির্দিষ্ট পার্কিং জন বলতে সার্ভিস লোড কেই ব্যবহার করেন ক্রেতারা। আর যার কারণে প্রতিদিন হচ্ছে এলাকায় ফুটপাত দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। এর কারণেই ফুটপাত ছেরে মানুষকে মাঝ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়, আর যার কারণে এই মাঝেমধ্যেই ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে।
মাত্র ১ কিলোমিটার এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে পড়ে যে পথ চলতি মানুষের রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই হয়ে ওঠে দায়। একইভাবে ক্যানিং সড়কের ওপর দখল করে নতুন করে গজিয়ে উঠেছে বাইক ও টোটো স্ট্যান্ড। তার ওপর যখন তখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট নাম্বারের ছোট গাড়িগুলোকেও যার জন্য রাস্তা হয়ে পড়ছে একেবারে সংকীর্ণ, ফুটপাত ছেড়ে পথ চলতি মানুষকে রাস্তার মাঝখান দিয়েই হেটে চলতে হচ্ছে।

আইএসএফ থেকে যোগ দিল তৃণমূলে

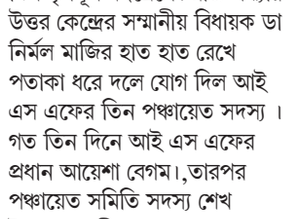

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তরের টি কে ২ অঞ্চলে আবারও আজও তিনজন আই এস এফ থেকে যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে।আজ সন্ধ্যায় উত্তর কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক ডা নির্মল মাজির হাত হাত রেখে পতাকা ধরে দলে যোগ দিল আই এস এফের তিন পঞ্চায়েত সদস্য । গত তিন দিনে আই এস এফের প্রধান আয়েশা বেগম।,তারপর পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য শেখ ইশরাক আলী ও কংগ্রেসের শেখ আকবর আলি ও আজ তিন জন সেখ আমিরুল, সেখ মফিজুল আলি, রাবিয়া বেগম আইএসএফ থেকে টিএমসিতে যোগ দেন। আমতা দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রের তিনবারের বিজয়ী জনপ্রিয় বিধায়ক ডা নির্মল মাজি মহাশয় ,কেন্দ্রের দলীয় সভাপতি শ্রী বিমল কুমার দাস , শেখ ইলিয়াস সাহেব (,প্রাক্তন সভাপতি -উলুবেড়িয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সভাপতি) টি কে ২ অঞ্চল সভাপতি শেখ সাবির আলী ও যুব সভাপতি জাহির আব্বাস কয়াল ছাড়াও ছিলেন বহু দলীয় সমর্থক।।

বোলপুর পৌরসভায় চলল উচ্ছেদ

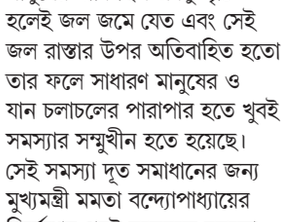

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর পৌরসভার অন্তর্গত বোলপুর শ্রীনিকেতন মেন রাস্তার ওপর দীর্ঘদিনের সাধারণ মানুষের দাবি ছিল একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যেত এবং সেই জল রাস্তার উপর অতিবাহিত হতো তার ফলে সাধারণ মানুষের ও যান চলাচলের পারাপার হতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সমস্যা দূত সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসলো বোলপুরের পৌরসভার প্রশাসন। আজ সকাল ৯ টা নাগাদ বোলপুর শ্রীনিকেতন যাওয়ার মেন রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তার দুই পাশে পাশেই যে বড় ড্রেন রয়েছে সেই ড্রেনগুলিকে জেসিপি দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সারা দিনের যে সমস্ত আবর্জনা সেগুলোকে তুলে ফেলা হচ্ছে রোডের পাশেই। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরেই দ্রুত প্রক্রিয়ায় শুরু হল। সাধারণ মানুষ বলছেন এতদিনে আমরা হয়তো স্বস্তি পেলাম। কারণ কাজ শুরু করেছে বোলপুর পৌরসভা।

প্রথম নজর

পবিত্র কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পেলেন শায়খ আব্দুল ওয়াহাব আল শাইবি

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কাবাঘরের ১১০তম চাবি রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শায়েখ আবদুল ওয়াহাব বিন জাইন আল-আবিদিন আল-শাইবি। তিনি বিখ্যাত সাহাবি হজরত উসমান বিন তালহা রা.-এর ১১০তম উত্তরসূরি।
সোমবার (২৪ জুন) আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে পবিত্র কাবাঘরের চাবি তুলে দেয়া হয়। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল হারামাইন শরিফাইনের এক খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইসলামিক ইনফরমেশন জানায়, গত শনিবার (২২ জুন) পবিত্র কাবাঘরের চাবি রক্ষক ড. শায়খ সালেহ আল শাইবা ইন্তেকাল করেন। তার তিরোধানে নতুন রক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে ৭৮ বছর বয়সী শায়েখ আবদুল ওয়াহাব বিন জাইন আল-আবিদিন আল-শাইবিকে।
শায়েখ আবদুল ওয়াহাব বিন জাইন আল-আবিদিন আল-শাইবিকে পবিত্র কাবার চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সৌদি আরবে বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিজাত পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিনীতির অনুসরণে তার হাতে কাবাঘরের চাবি তুলে দেয়া হয়। এখন থেকে তিনিই পবিত্র ঘরের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

সিঙ্গাপুরে অপরাধমূলক লেনদেনের ৪৪০ কোটি মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত

আপনজন ডেস্ক: অপরাধ ও অর্থপাচার সম্পর্কিত ৪৪০ কোটি মার্কিন ডলার (৬০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলার) মূল্যের অবৈধ সম্পদ জব্দ করেছে সিঙ্গাপুর সরকার। এসব অবৈধ সম্পদের প্রায় অর্ধেকই গত বছরের রেকর্ড আর্থিক কেলেঙ্কারি থেকে জব্দ করা হয়েছে। বুধবার (২৬ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে এসব সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এসব অর্থের মধ্যে ৪১ কোটি ৬০ লাখ সিঙ্গাপুরি ডলার ক্ষতিগ্রস্তদের ফেরত দেয়া হয়েছে। আর ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলার রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার (২৬ জুন) দেশটির সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অধিকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে গত বছর দেশটিতে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। শুধু ওই বছরই ৩০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলার পাচার হয়। এমন ভয়াবহ ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ। গত বছরই অর্থপাচারের তদন্তের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিশ্বে এখন পর্যন্ত অর্থ পাচারবিরোধী যত অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সিঙ্গাপুরের ওই অভিযান ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম বড়। ওই অভিযানের সময় আবাসন, গাড়ি ও বিলাসী পণ্য জব্দ করা হয়। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিদেশিকে গ্রেপ্তারও করা হয়। আজ এক অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়ং বলেন, আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আমরা বুঝতে পারি, আমরা অনেক বেশি অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি। তবে এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলা ও একটি বিশ্বস্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের সুনাম ধরে রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন, আমরা সেসব ব্যবস্থা নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কেনিয়ায় বিক্ষোভের পর কর বিল প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: কর বৃদ্ধির পরিকল্পনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভের পর অবশেষে পিছু হটলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো। বুধবার তিনি বিতর্কিত অর্থ বিল প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। মঙ্গলবার নাইরোবিতে নতুন আর্থিক বিলের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ২২ জন নিহত হন। সংঘর্ষের সময় সংসদ ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।
বুধবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রুটো বলেছেন, কেনিয়ানরা এই বিল চান না। তিনি বিলটিতে স্বাক্ষর করবেন না বলেও ঘোষণা দেন। ২০২২ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর এই বিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট রুটোর প্রশাসনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তরুণ জনগোষ্ঠী এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন। রুটো জানান, তিনি তরুণদের সাথে সংলাপে বসবেন। তবে বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট রুটোর বিল প্রত্যাহারের ঘোষণাকে জনসংযোগের কৌশল হিসেবে দেখছেন। হানিফা আদান নামে এক বিক্ষোভকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, বিলটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু আপনি কি মৃতদের জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারবেন?
কেনিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইতোমধ্যে করোনাভাইরাস মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ ও খরার কারণে কঠিন অবস্থায় রয়েছে। নতুন করে অতিরিক্ত কর বৃদ্ধির পরিকল্পনা জনগণের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করে। বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট রুটোর পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন।
মঙ্গলবার নাইরোবিতে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কেনিয়া ন্যাশনাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (কেএনএইচআরসি) জানিয়েছে, সহিংসতায় কমপক্ষে ২২ জন নিহত হয়েছেন।

কে হচ্ছেন ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট?

আপনজন ডেস্ক: গত মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইবরাহিম রাইসির মৃত্যুর পর ইরানে নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শুক্রবার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেবেন ইরানিরা। এবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে নিবন্ধিত ৮০ জনের মধ্যে ছয়জনের প্রার্থিতা অনুমোদন করেছে দেশটির আলেম ও আইনবিদদের নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল গার্ডিয়ান কাউন্সিল। সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির তত্ত্বাবধানে এই কাউন্সিল গঠিত। এমনকি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রেসিডেন্টকেও শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ নেতার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। এবার নির্বাচনে চূড়ান্ত ছয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মধ্যে পাঁচ জনই কট্টরপন্থি। এক জন মধ্যপন্থি।
মোহাম্মদ বাগের গালিবাফ
ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সাবেক কমান্ডার এবং খামেনির মিত্র, গালিবাফ কট্টরপন্থি অধ্যুষিত পার্লামেন্টের বর্তমান স্পিকার। ৬২ বছর বয়সি গালিবাফের আগে দুবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হয়েছিলেন এবং একবার ইব্রাহিম রাইসির পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছিলেন। তেহরানের মেয়র হিসেবে রেকর্ড ১২ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০০৯ সালে মেয়রের দায়িত্ব নিয়েই তেহরানের রক্তক্ষয়ী অস্থিরতা দমনে সাহায্য করেছিলেন তিনি।
সাঈদ জালিলি
জালিলি একজন কট্টরপন্থি কূটনীতিক। ১৯৮০-র দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধে গার্ডদের পক্ষে লড়াই করার সময় তিনি তার ডান পা হারান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি অর্জন করা জালিলি ২০০৭ সাল থেকে পাঁচ বছরের জন্য সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৫৮ বছর বয়সি সাবেক এই উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ২০১৩ সালে এক্সপিডিয়েন্সি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন খামেনি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রধান পারমাণবিক আলোচক জালিলি একবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীও হয়েছিলেন।
মাসুদ পেজেশকিয়ান
ইরানের একমাত্র মধ্যপন্থি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পেজেশকিয়ান। ৭০ বছর বয়সি পেশায় চিকিৎসক পেজেশকিয়ান পাঁচ বার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সংস্কারপন্থি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামির অধীনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০২২ সালে পুলিশের হেফাজতে ইরানি কুর্দি তরুণী মাশা আমিনির মৃত্যুর বিষয়ে ইরান সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন তিনি।
মোস্তফা পুরমোহাম্মদি
ছয় জন প্রার্থীর মধ্যে গার্ডিয়ান কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র ধর্মগুরু মোস্তফা পুরমোহাম্মদি। ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কট্টরপন্থী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের প্রথম মেয়াদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮৮ সালে ইরানের অভ্যন্তরে বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ভূমিকা রেখে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযুক্তের তালিকায় ছিলেন তিনি। ৬৫ বছর বয়সি পুরমোহাম্মদি অবশ্য এই অভিযোগের কোনো জবাব দেননি।
আলিরেজা জাকানি
গত তিন বছর ধরে তেহরানের কট্টরপন্থি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৫৯ বছর বয়সি আলিরেজা জাকানি। সাবেক এই আইন প্রণেতাকে ২০১৩ ও ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী গার্ডের একটি সহযোগী বাহিনী বাসিজের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তিনি। চার বার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জাকানি। রাইসিকে সমর্থনের জন্য ২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন তিনি।
আমির হোসেন গাজিজাদেহ-হাশেমি
বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শহিদ ফাউন্ডেশনের প্রধান গাজিজাদেহ-হাশেমি একজন কট্টরপন্থি রাজনীতিবিদ। ২০২১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছিলেন তিনি। ৫৩ বছর বয়সি হাশেমি পেশায় নাক, কান, গলার সার্জন। এর আগে চার বার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

ইসরাইলে সেনা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা নেতানিয়াহুর স্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলে সেনা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর স্ত্রী সারা নেতানিয়াহু। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামীর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করছেন দেশটির শীর্ষ কতেক সেনা কর্মকর্তা। গত সপ্তাহে গাজা উপত্যকায় বন্দী ইসরাইলিদের বেশ কয়েকটি পরিবারের সাথে বৈঠকের সময় এই অভিযোগ করেন তিনি। মঙ্গলবার হারেৎজ পত্রিকার প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে সারা নেতানিয়াহুর সূত্রে বলা হয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী আমার স্বামীর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইছে। এ সময় কিছু পরিবার বাধা দিয়ে বলে, আপনি ইসরাইলি সামরিক বাহিনীতে অবিশ্বাসের দাবি করতে পারবেন না। তখন সারা নেতানিয়াহু বলেন, তার অবিশ্বাস শুধুমাত্র সিনিয়র কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পুরো বাহিনীর ক্ষেত্রে নয়। তিনি একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তারা চায় একটি অভ্যুত্থান মঞ্চস্থ করতে।'
সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কেবল সারা নেতানিয়াহুই অভিযোগ করেননি। বরং নেতানিয়াহুর ছেলে ইয়ার নেতানিয়াহুও চলতি মাসের শুরুতে একই ধরনের অভিযোগ করেছিলেন। গত ১৭ জুন ইয়ার নেতানিয়াহু অভিযোগ করেছিলেন যে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার সময় সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শিন বেট নিরাপত্তা পরিষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অনেক ইসরাইলি সামরিক, নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক নেতারা ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার নেতৃত্বে ব্যর্থতার জন্য দায় স্বীকার করেছে।
নেতানিয়াহু অবশ্য হামলার কোনো দায় স্বীকার করতে রাজি নন। ইসরাইল অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাব লঙ্ঘন করে গাজায় তার হামলা অব্যাহত রাখে। এতে তারা আন্তর্জাতিক মহলের নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে।
স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গাজায় প্রায় ৩৭ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া অন্তত ৮৬ হাজার ২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলি করে চার শিশুসহ একই পরিবারের ৯ জনকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখওয়ার রাজধানী পেশোয়ারে বন্দুক হামলা চালিয়ে ৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে নারীসহ চার শিশু রয়েছে। বুধবার (২৬ জুন) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলায় নিহতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। এ ঘটনায় আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন।
জিও নিউজ জানিয়েছে, মঙ্গলবার পেশোয়ারের বাদাবের গ্রামে সশস্ত্র সদস্যরা এ হামলা চালায়। এ সময় একই পরিবারের ৯ জন নিহত হন। ভয়ংকর এ ঘটনায় দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, দুই পরিবারের মধ্যে আর্থিক ও সম্পত্তির বিরোধের জেরে এ হামলা হয়েছে।
অন্যদিকে পুলিশের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট (এসএসপি) কাশিফ জুলফিকার এক বিবৃতিতে এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, আপাতদৃষ্টিতে দুই পরিবারের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, সশস্ত্র এ হামলার পেছনে আসল উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দোষীদের খুঁজে বের করতে দুটি দল কাজ করছে। এছাড়া নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত এক নারীকে পেশোয়ারের লেডি রিডিং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সেখান থেকে কার্তুজের খালি খোসা ও অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের এএসপি (তদন্ত) সাহেবজাদা সাজ্জাদ জানান, অপরাধীদের ধরতে পুলিশের চারটি দল পাঠানো হয়েছে। ঘটনার আসল উদ্দেশ্য বিস্তারিত তদন্তের পর জানা যাবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় প্রতিদিন পা হারাচ্ছে ১০ শিশু: ইউএনআরডব্লিউএ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধে প্রতিদিন ১০টি শিশুকে তাদের একটি কিংবা দুটি পা হারাতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)। মঙ্গলবার (২৫ জুন) ইউএনআরডব্লিউএ -এর প্রধান ফিলিপ লাজারিনি জেনেভায় সাংবাদিকদের বলেন, 'মূলত আমরা প্রতিদিন এমন ১০টি করে শিশুকে পাচ্ছি, যারা গড়ে এক পা বা দুটি পা হারাচ্ছে।'
জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্যের বরাতে লাজারিনি বলেন, হাত হারানো শিশুদের এ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতিসংঘের এ কর্মকর্তার মতে, প্রতিদিন ১০টি শিশুর মানে হলো গাজায় ২৬০ দিনের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে প্রায় ২ হাজার শিশু পা হারিয়েছে।
লাজারিনি বলেন, যে পরিবেশের মধ্যে অস্ত্রোপচার করে আহত শিশুদের ক্ষতবিক্ষত পা বিচ্ছিন্ন করতে হয় তা ভয়ংকর। কখনো কখনো অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করতে হয়। তার মতে, গাজার শিশুদের এখন 'চড়া মূল্য' দিতে হচ্ছে। সোমবার সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ টেনে ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান লাজারিনি বলেন, গাজায় চলমান যুদ্ধে ২১ হাজারের মতো শিশু নিখোঁজ আছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিখোঁজদের মধ্যে অন্তত ১৭ হাজার শিশু পরিবারবিচ্ছিন্ন বা তাদের কোনো সঙ্গী নেই বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর প্রায় ৪ হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গণকবরে ঠাঁই হওয়া শিশুর সংখ্যা কত তা জানা যায়নি। এখানেই শেষ নয়। ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক হামলা শুরুর পর থেকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যতজন নিহত হওয়ার হিসাব দিয়েছে তার মধ্যে শিশুরাও আছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, যুদ্ধে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৭ হাজার ৬৫৮ জন নিহত হয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায়। ইসরায়েলের সরকারি হিসাব অনুসারে, ওই হামলায় ১ হাজার ১৯৫ জন নিহত হন। জিম্মি করা হয় ২৫১ জনকে। এর মধ্যে ১১৬ জন এখনো সেখানে জিম্মি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

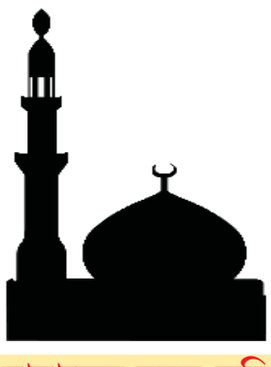

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫৪
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

গাজায় ইসরায়েলি তাণ্ডবে নিহত বেড়ে ৩৭৬৫৮

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী এবং শিশু। দীর্ঘ ৮ মাস ধরে চলা এই যুদ্ধ ও সংঘাতে সেখানে খাবার এবং পানির তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা সিটির একটি জনাকীর্ণ আশ্রয়কেন্দ্র এবং খান ইউনিসের একটি শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

কেনিয়ায় বিক্ষোভে কাঁদানে গ্যাসের কবলে বারাক ওবামার বোন

আপনজন ডেস্ক: কেনিয়ায় কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সৎ বোন ও কেনিয়ান সমাজকর্মী আউমা ওবামা। মঙ্গলবার নাইরোবির পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে যে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে, তাদের মাঝে আউমাকেও দেখা গেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এর একটি সাক্ষাৎকারে তাকে এ অবস্থায় দেখানো হয়েছে। মঙ্গলবার কেনিয়ার পার্লামেন্টের একাংশে ভাঙচুর ও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। তাদের দমনে পার্লামেন্টের ভেতরেই কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে গুলি ছুড়তে বাধ্য হন তারা। এসময় অন্তত ১০ বিক্ষোভকারী নিহত এবং আরও অর্ধশতাধিক আহত হন।
কর বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত একটি আইন পাস নিয়ে সংসদে বিতর্ক চলাকালীন নাইরোবিতে সংসদ ভবনের একাংশে অগ্নিসংযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের সময় সিএনএনের একজন প্রতিবেদক আউমা ওবামাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে কেন বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন, সেই বিষয়ে জানতে চান।

৮১টি গণমাধ্যম নিষিদ্ধ করে ইইউকে পাল্টা জবাব রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ফিলিস্তিনি এক পরিবারকে ফেরত পাঠিয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। ওই পরিবারটির ভ্রমণের ব্যাপারে ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশকে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হয়।
ব্রাজিলিয়ান পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গত শুক্রবার (২১ জুন) গর্ভবতী স্ত্রী, ছেলে ও শাশুড়িকে নিয়ে সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস বিমানবন্দরে প্রবেশ করার সময় আবু উমারকে আটক করা হয়। এর দু'দিন পর কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তাদের দোহায় ফেরত পাঠানো হয়।
একজন সিনিয়র ফেডারেল পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'অনুরোধটি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকে এসেছে। একজন বিচারকের সামনে প্রমাণিত হয় যে, আবু উমার হামাসের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।'
গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে একটি সতর্কতা পেয়েছিল যে, হামাস যোদ্ধা আবু ওমার কুয়ালালামপুর থেকে ব্রাজিলে পৌঁছাবেন।
আবু উমারের আইনজীবী ব্রুনো হেনরিক দে মউরার পিটিশন অনুযায়ী, ফিলিস্তিনি পরিবারটিকে গুয়ারুলহোস বিমানবন্দরে ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ আটক করেছিল। তারা ব্রাজিলে বসবাসকারী তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে সেখানে যান।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৭২ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় ১৪৩১, ২০ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

পরিণতি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বরাবরই বিশৃঙ্খল। তাহার কারণও নিশ্চয়ই রহিয়াছে। এই সকল দেশে রহিয়াছে আইনের শাসনের ঘাটতি। জোর যাহার মুল্লুক তাহার–এই নীতি আজও বিদ্যমান। নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এই সকল দেশ উদাসীন ও অযত্নশীল। জাতীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভঙ্গুর। ফলে এই সকল দেশ যাহারা পরিচালনা করেন, তাহাদের অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। তাহারা সমস্যার আসল জায়গায় হাত দিতে পারেন না বা দেন না। ইহাতে এই সকল দেশ ম্যানেজ করা সকল সময় সহজ হয় না। অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলিয়া যায় যে, ম্যানেজ করিবার মতো পরিবেশই আর থাকে না। তখন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে একসময় সহজ সমাধান হিসাবে দেখা দিত মার্শাল ল'। ইহাতে সংবিধান স্থগিত হইয়া যাইত। পরিস্থিতির উন্নতি হইলে আবার ফিরিয়া আসিত বেসামরিক সরকার; কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ম্যানেজ করিবার এই অস্ত্রে এখন আর ধার নাই বলিলেই চলে। আজকাল মার্শাল ল দেখা যায় কদাচিৎ। তবে এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশে ইহার নবসংস্করণ হইতেছে পুলিশি শাসন। এই সকল দেশকে পুলিশি রাষ্ট্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম অনেক দিক দিয়াই তাহারা আজ স্বয়ংসম্পন্ন ও অধিকতর শক্তিশালী। তাই পুলিশ দিয়া যেইখানে শৃঙ্খলা আনা যায়, সেইখানে সেনাবাহিনীর কী দরকার? তাহারা কি নিজ দেশে যুদ্ধ করিবেন? অনেক উন্নয়নশীল দেশ আজ অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্র বা সূচকের কথা বিবেচনা করিলে তাহাদের উন্নত দেশের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু উন্নত দেশের মতো উন্নয়ন হইলেও রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের পূর্বের মতোই পশ্চাত্পদতা রহিয়া গিয়াছে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অবনতি হইয়াছে। ইহাতে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এমন পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে শুধু পুলিশি শাসন বজায় আর মামলা-মোকদ্দমা দিয়া সকল কিছু সামলানো যাইবে কি না, সন্দেহ। সেই সকল দেশে বিরোধী দলের স্পেস দিনদিন সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বিরোধী দলের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হইয়াছে মাস্তান ও গুন্ডাবাহিনী। তাহারাই তৃণমূল পর্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইতেছে। তাহারা স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করিয়া সাধারণ নাগরিকদের উপর চালাইতেছে স্টিমরোলার। বড় সমস্যা হইল, যাহারা সরকারি দলে অনুপ্রবেশকারী এবং উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের দৌরাত্ম্য আরো অধিক। তাহাদের অনেকে রাতারাতি সরকারি দলের সমর্থক বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যে সেই দলের আসল লোক নহে, তাহা অনেকেরই অজানা নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বর্ণচোরা, সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। দল বিপদে পড়িলে যে কোনো সময় তাহারা কাটিয়া পড়িতে কার্পণ্য করিবে না। তাহাদের কেহ কেহ দেশের স্বাধীনতাবিরোধীও। দেশ ও দলের প্রতি তাহাদের কোনো মায়া নাই। তাহারা নিজেদের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করিয়া দেখে; কিন্তু তাহারাই যখন সরকারি ও অন্যান্য দলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়া গুরুত্বপূর্ণ পদপদবি বাগাইয়া লয় এবং ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের দ্বারা যে কোনো অন্যায় ও অনিয়ম করা মোটেও অসম্ভব নহে। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতনে এখন স্থানীয় এলাকায় বসবাস করা শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, উন্নয়নশীল দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি হইল কেন? এমন তো নহে যে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি এক দিনেই সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ব্যাপারে সজাগ থাকিবার কথা সচেতন মহল বলিলেও কে শুনে কাহার কথা? এই জন্য দেখা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোথাও না কোথাও অস্থিরতা লাগিয়াই আছে। তাহাদের ব্যাপারে শাসকদের বোধোদয় না হইলে তাহার পরিণতি কখনোই শুভ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

তালেবানের সামনে আসল বিপদ আফগান প্রতিরোধ ফ্রন্ট

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগের মূল কেন্দ্র হলো, সেখানকার ক্রমাগত খারাপ হতে থাকা মানবাধিকার পরিস্থিতি। লাখ লাখ আফগানি চরম গরিবি হালে জীবনযাপন করছে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। এ মাসে আফগানিস্তান আরেকটা ভয়ানক মাইলস্টোনে পৌঁছেছে। সেটা হলো, মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হওয়ার ১০০০ দিন পার হয়েছে। আফগানিস্তানে আরেকটি গল্প আছে। সেই গল্পটা দেশটির জন্য আশার এবং আরও বেশি মনোযোগ কাড়ার দাবি রাখে। সেই গল্পটা আফগানিস্তানের ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা জাতীয় প্রতিরোধ ফ্রন্টের (এনআরএফ) কর্মকাণ্ড। লিখেছেন **লুক কফি...**

আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগের মূল কেন্দ্র হলো, সেখানকার ক্রমাগত খারাপ হতে থাকা মানবাধিকার পরিস্থিতি। লাখ লাখ আফগানি চরম গরিবি হালে জীবনযাপন করছে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়।

এ মাসে আফগানিস্তান আরেকটা ভয়ানক মাইলস্টোনে পৌঁছেছে। সেটা হলো, মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হওয়ার ১০০০ দিন পার হয়েছে। আফগানিস্তানে আরেকটি গল্প আছে। সেই গল্পটা দেশটির জন্য আশার এবং আরও বেশি মনোযোগ কাড়ার দাবি রাখে। সেই গল্পটা আফগানিস্তানের ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা জাতীয় প্রতিরোধ ফ্রন্টের (এনআরএফ) কর্মকাণ্ড।

চরমপন্থী নয় এ রকম একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী এনআরএফ। তালেবান শাসকদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ তারা। এনআরএফের বর্তমান নেতা হলেন আহমদ মাসউদ। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে সোভিয়েত ও তালেবানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা আহমদ শাহ মাসউদের ছেলে তিনি।

২০২১ সালে তালেবানরা কাবুলের ক্ষমতায় এলে মাসউদ তার পূর্বজনদের আবাসভূমি তাজিকদের পাঞ্জশির উপত্যকায় ফিরে যান। এটি আফগানিস্তানের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য অঞ্চল। কাবুল থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই অঞ্চলে প্রতিরোধ আন্দোলনের একেবারে নিখুঁত জায়গা।

প্রায় তিন বছর পর এখন এনআরএফ তিনটি প্রধান লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রথমত, তালেবানবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে আগামী সপ্তাহে অস্ট্রিয়ায় ভিয়েনা-প্রক্রিয়ার চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভিয়েনাপ্রক্রিয়া মরিয়া হয়ে ওঠা তালেবানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে একসঙ্গে বসার একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তালেবানরা ক্ষমতায় বসার এক বছরের মাথায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভার ফল হিসেবে মাসউদ তালেবানবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের কার্যত (ডি ফ্যাক্টো) নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

মাসউদের প্রতিরোধ ফ্রন্টে হাজার হাজার সেনা, পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা যোগ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান পরিত্যাগ করে গেলেও তাদের লড়াইয়ের স্পৃহা থেকেই গিয়েছিল। প্রায় তিন বছর পর এখন এনআরএফ তিনটি প্রধান লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রথমত, তালেবানবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই উদ্দেশ্যে আগামী সপ্তাহে অস্ট্রিয়ায় ভিয়েনা-প্রক্রিয়ার চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভিয়েনাপ্রক্রিয়া মরিয়া হয়ে ওঠা তালেবানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে একসঙ্গে বসার একটি বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তালেবানরা ক্ষমতায় বসার এক বছরের মাথায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভার ফল হিসেবে মাসউদ তালেবানবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনের কার্যত (ডি ফ্যাক্টো) নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

সবচেয়ে কৌতূহলজাগানিয়া বিষয় হলো, গত মাসে এনআরএফের সদস্যরা হেরাথ প্রদেশে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। এনআরএফ নিয়ন্ত্রিত প্রথাগত এলাকা থেকে হেরাত প্রদেশ কয়েকশ কিলোমিটার দূরে। এনআরএফ তালেবানের অভয়ারণ্য হিসেবে বিবেচিত কাবুলেও হামলা চালিয়েছে।

যাহোক, এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার যে ভিয়েনাপ্রক্রিয়া কেবলমাত্র জাতিগত তাজিকদের একটা মঞ্চ নয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বশেষ যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ৩০টির বেশি গোষ্ঠী অংশ নেয়। হাজারা, উজবেক এমনকি শিখদের প্রতিনিধিরাও সেখানে ছিলেন। প্রায় অর্ধেক অংশগ্রহণকারী ছিলেন নারী। আগামী সপ্তাহের সভায় ৬৫টি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নিতে পারেন।

এনআরএফের দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত হতে এবং ছোট পরিসরে হলেও তাদের স্বীকৃতি আদায় করতে চায়। তাজিকিস্তান এই গোষ্ঠীটির জন্য একটা রাজনৈতিক কার্যালয় চালু করলেও এখন পর্যন্ত তারা অন্য কোনো দেশের সমর্থন পায়নি।

এনআরএফ শুধু অর্থনৈতিক সমর্থন নয়, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমর্থন চাইছে। তারা চাইছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক এবং আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে তারা একটা সংলাপ করুক। ভিয়েনাপ্রক্রিয়ায় অর্থায়ন করছে অস্ট্রিয়ার একটি নাগরিক সমাজ সংস্থা। তাদের উদ্দেশ্য হলো, আন্তর্জাতিক পরিসরে এনআরআইয়ের অবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা। এর আগের সভাগুলোয় পর্যবেক্ষক হিসেবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। এনআরএফের জন্য আরও বিস্তৃত পরিসরে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা দরকার। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি তালেবান শাসকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে তাহলে এনআরএফের সঙ্গে সংলাপে না বসার তাদের কোনো কারণ নেই।

এনআরএফের তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, দেশজুড়ে তালেবানবিরোধী নিরাপত্তা অভিযানের পরিধি ও পরিসর বাড়ানো। প্রথম শীতকালটা এনআরএফ পাঞ্জশিরের রুক্ষ পর্বতে কাটিয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ২০২২ সালের গ্রীষ্মকালে তারা পাঞ্জশিরের আশপাশে এবং তাজিক অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সীমিত পরিসরে চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু করে। এরপর পূর্ব আফগানিস্তান ও কাবুলসহ অন্য কিছু এলাকায় তারা তাদের আক্রমণের পরিধি বাড়িয়েছে।

শেষ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালটাতে এমন কোনো সপ্তাহ নেই যে তালেবানের অবস্থান লক্ষ্য করে এনআরএফ আক্রমণ করেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য বলেছে, এ বছরে এ পর্যন্ত ১৬০ বার তালেবান অবস্থানে হামলা করেছে এনআরএফ।

সবচেয়ে কৌতূহলজাগানিয়া বিষয় হলো, গত মাসে এনআরএফের সদস্যরা হেরাথ প্রদেশে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। এনআরএফ নিয়ন্ত্রিত প্রথাগত এলাকা থেকে হেরাত প্রদেশ কয়েকশ কিলোমিটার দূরে। এনআরএফ তালেবানের অভয়ারণ্য হিসেবে বিবেচিত কাবুলেও হামলা চালিয়েছে।

এনআরএফ তাদের সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্ট্রের ফেলে যাওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম পেয়েছেন তালেবান শাসকেরা। এর মধ্যে রাইফেল, সাঁজোয়া যান, নাইট ভিশন ডিভাইস, হেলিকপ্টার রয়েছে। এনআরএফ বাইরে থেকে কোনো সামরিক সমর্থন পাচ্ছে না। তারা তাদের কাছে মজুত অস্ত্রশস্ত্র এবং দুর্নীতিবাজ তালেবান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এনআরএফ যখন অব্যাহতভাবে তালেবানদের দুর্বল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তখন তাদের কিছু মাত্রায় সামরিক সহায়তা প্রয়োজন।

আফগানিস্তানে সমস্যার অন্ত নেই। মানবসৃষ্ট সমস্যা যেমন দেশশাসনের ক্ষেত্রে তালেবানের অক্ষমতা এবং বন্যা, ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আফগান জনগণকে সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা রয়েছে।

যাহোক, এনআরএফ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে এমন একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে, যারা আফগান জনগণের স্বার্থকে সর্বোত্তমভাবে লালন করে। ভিয়েনা আলোচনার দিকে বিশ্বের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখা উচিত।

লুক কফি, হাডসন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

জুলিয়ান বোর্জার

অ্যাসাঞ্জের মুক্তি গণমাধ্যমকে কতটা মুক্তি দেবে

যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের ছাড়া পাওয়াকে তাঁর ও বিশ্বজুড়ে তাঁর অগণিত ভক্তের জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু আদতে এই জয় তাঁর এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আদালতে অ্যাসাঞ্জ দোষ স্বীকার করবেন–যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ শর্তযুক্ত চুক্তির অংশ হিসেবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে ১৯৭১ সালের গুপ্তচরবৃত্তি আইন অনুযায়ী 'যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত গোপনীয় তথ্য ও নথি বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেওয়া ও প্রচার করার জন্য' তাঁর জেল হতে পারে।

উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী সাইপানের মার্কিন আদালতে বুধবার (আজ) উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতার মামলার শুনানি হবে এবং শুনানি শেষে তিনি জামিনে মুক্ত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি-বিষয়ক এ আইন কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নয়, তার বাইরেরও যেসব সাংবাদিক জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন করে থাকেন, তাঁদেরও ঘাড়ের ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলে থাকবে। প্রসঙ্গত, অ্যাসাঞ্জ নিজে একজন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক; মার্কিন নাগরিক নন।

মার্কিন কৌঁসুলিরা যুক্তি দিয়েছেন, অ্যাসাঞ্জ মোটেও কোনো সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি মূলত এমন একজন হ্যাকার, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত এজেন্ডা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, যেহেতু অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রকে তথ্য সরবরাহ করা বহু মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছেন, তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষতি না করেও তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কিন্তু সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক স্বাধীনতার প্রবক্তারা বলে আসছেন, অ্যাসাঞ্জ মূলধারার সাংবাদিক কি না বা তাঁকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে এসব একেবারে অপ্রাসঙ্গিক আলাপ। তাঁরা বলছেন, অ্যাসাঞ্জকে যে কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, তা হলো 'গোপনীয় তথ্য বের করা ও তা প্রচার করা', আর পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সাংবাদিকেরা এ কাজ হামেশাই করে থাকেন।

২০১০ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিশ্লেষক চেলসি ম্যানিং ইরাক ও আফগান যুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন নথি উইকিলিকসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং উইকিলিকস তথ্যগুলো প্রকাশ করেছিল। ওই নথিপত্র প্রকাশের পর ইরাক যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সম্ভাব্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি আলোতে এসেছিল। এই অতি গোপনীয় তথ্যগুলো জরুরি জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট–এমন বিবেচনা থেকেই সে সময় দ্য গার্ডিয়ান এবং অন্যান্য সংবাদ সংস্থা এগুলো প্রকাশ করেছিল।

২০২১ সালে জো বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর হাতে তাঁর পূর্বসূরি ট্রাম্পের জারি করা গুপ্তচরবৃত্তি আইনের অভিযোগগুলো প্রত্যাহার করতে পারতেন। কিন্তু বাইডেন তা করেননি। বারাক ওবামার সময়কার বিচার বিভাগ সাংবাদিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে মনে করে এ আইন অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বাইডেনের অধীন মার্কিন কৌঁসুলিরা ট্রাম্পের করা অভিযোগগুলো তুলে নেননি। এসবের মধ্যেই অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত হিসেবে অ্যাসাঞ্জ গোপনীয় নথিগুলোর অপব্যবহারের বিষয়টি স্বীকার করবেন।

গত মার্চে অ্যাসাঞ্জের নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়ার সরকারের উৎসাহে চুক্তির প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে জো বাইডেন মামলা চালু রাখলেও রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে তিনি অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে চাননি। অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে সেটি বাইডেনের নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এটি বাইডেনকে প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাবাদীদের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। বাইডেন গত এপ্রিলে বলেছিলেন, তিনি অ্যাসাঞ্জের বিচার প্রত্যাহার করা-সংক্রান্ত একটি অস্ট্রেলিয়ান অনুরোধ বিবেচনা করছেন। কিন্তু বিচার বিভাগ তার বন্দুক এখনো তাক করে আছে বলে মনে হচ্ছে এবং কৌঁসুলিরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

অ্যাসাঞ্জ লন্ডনের উচ্চ আদালতে তাঁর প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার প্রশ্নে পক্ষে রায় পাওয়ার পর মার্কিন বিচার বিভাগ একটি আবেদন চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। তবে এখনো তারা গুপ্তচরবৃত্তি আইন ব্যবহার করার বিষয়ে জেদ ধরে রেখেছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির নাইট ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জামিল জাফর বলেন, 'একটি চুক্তি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়াতে পারে, কিন্তু চুক্তিটি মনে করিয়ে দেবে, সাংবাদিকেরা প্রতিদিন যা করে থাকেন, তা করার জন্য অ্যাসাঞ্জকে পাঁচ বছর জেল খাটতে হয়েছে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরনের সাংবাদিকতার ওপর লম্বা ছায়া ফেলবে। এই ছায়া শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়; বরং তা সারা বিশ্বকে ঢেকে দিতে পারে।'

জুলিয়ান বোর্জার দ্য গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নিউটাউনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: দুটি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান হল নিউটাউনে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাংড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত রামকৃষ্ণপল্লী লক্ষ্মণ স্মৃতি সংঘ ও ছায়ানীড় সংঘের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এ বছরে এলাকার কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয় কেষ্টপুর-বাগজোলা খালপাড়ের শুলংগড়ি ব্রিজের পাশে। সামাজিক এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুই পর্যায়ের প্রায় শতাধিক কৃতি পড়ুয়াকে একটি করে চারা গাছ, দেওয়াল ঘড়ি ও মিষ্টি প্রদানে পড়ুয়াদের সাফল্য কামনা করা হয়। দুটি ক্লাব পরিচালনার অন্যতম কর্মকর্তা স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতৃত্ব রূপক সরকার। তিনি জানিয়েছেন, 'শুলংগড়ি রাজারহাটের একটি পিছিয়ে পড়া এলাকা রাজারহাটের। তাই পুজো-পার্বন, খেলা-ধূলা, সংবর্ধনা জ্ঞাপন সহ বছরভর নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অঞ্চলটি আরও সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই অংশে এ বছরে এলাকার কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদানে উৎসাহিত করা হল'

ডেউচা পাচামিতে জমি দাতাদের চাকরি প্রদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ভোট পর্ব মিটতেই ফের জেলায় চাকরিতে নিয়োগ প্রদান।এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলা সেই ডেওচা- পাচামি কয়লাখনি। একমাত্র আশার আলো ডেউচা পাচামী কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ। জমি নিয়ে টানা পোড়নের মাঝে ও রাজ্য সরকার উন্নয়নের নিরিখে ধীর গতিতে অগ্রসর হতে থাকেন।তবে এরই মাঝে প্রায় ১৪০০ জন ডেওচা-পাচামির জন্য জমি দাতা হিসেবে জুনিয়র কনস্টেবল ও গ্রুপ- ডি পদে নিযুক্ত হয়েছে।সেরূপ বুধবার সিউড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬৪ জন জমিদাতাকে পুলিশের জুনিয়র কনষ্টেবল চাকরির নিয়োপত্র প্রদান করা হয়। আগামী দিনে আরও শতাধিক জমিদাতাকে গ্রপ-ডি পদে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। সিউড়ির ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে এই চাকরির নিয়োগপত্রগুলি তুলে দেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা শাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ, জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখার্জি।
এক সাক্ষাৎকারে জেলা শাসক বিধান রায় বলেন ১২-১৩ লোটে ২৬৪ জন জমি দাতা কে জুনিয়র কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ভাবনা পরিকল্পনায় এক যুগান্তকারী মানবিক প্যাকেজ তৈরী করেছিলেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জমিদাতারা স্ব- ইচ্ছায় এগিয়ে আসেন। তারই ধারাবাহিকতায় এই নিয়োগ প্রক্রিয়া। জমি দাতাদের সিরিয়াল অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। আগামীতে আরো ১০০ জনের গ্রুপ- ডি পদে নিয়োগের প্রসেস চলছে।

ছয় ভাইয়ের একসঙ্গে রক্তদান সাগরদিঘিতে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ১৯শে জুন থেকে ২৫শে জুন পর্যন্ত টানা এক সপ্তাহ জুড়ে রক্তদান উৎসবের আয়োজন সাগরদিঘীতে। সাত দিনে দশটি শিবিরে মোট ৮১৩ জনের রক্তদান। অন্যদিকে এই কর্মসূচির শেষদিনের শিবিরে ৬ ভাই এক সঙ্গে রক্তদান করলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী সহ পার্শ্ববর্তী ব্লকের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তরঙ্গ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে এক সপ্তাহব্যাপী রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। সাগরদিঘী ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের দশটি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়। ঈদের সময় বাইরে থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে গ্রামীণ এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ওই সেচ্ছাসেবী সংগঠন। যার ফলে ৭০ শতাংশ নতুন রক্তদাতা অংশগ্রহণ করে রক্তদান উৎসবে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এগিয়ে আসেন এই রক্তদান উৎসবে। গ্রামীণ এলাকার মানুষের মনের মধ্যে থেকে কাটল রক্তদানের ভয়।
দশটি শিবিরে ১ হাজার ইউনিট রক্তদানের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তীব্র দাবদাহে ৮১৩ জন রক্তদান করেন।

নলহাটিতে তৃণমূলের হারের কারণ কি ব্লক নেতৃত্বের অভাব?

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকায় তৃণমূলের হারের কারণ কি? ফল ঘোষণার ২৪ দিন পেরিয়ে গেলেও দলের তরফ থেকে সে নিয়ে কিন্তু তেমন কোন পর্যালোচনা হলো না। বরং হারের কারণ হিসেবে একে অপরকে দায়ী করছে তৃণমূলের নেতারা। তারই মধ্যে প্রথমে উঠে আসছে ব্লক সভাপতি না থাকা। নাকি কারও ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্লক তৃণমূলকে পিছিয়ে রাখা।জেলা জুড়ে উন্নয়নের নিরিখে তৃণমূলের ভোট হলেও এবারের লোক সভায় কেবল মাত্র শাসক বিরোধী ভোট পড়েছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায়। এই এলাকা থেকে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় জয়ী হয়ে চতুর্থবারের সাংসদ হলেও শতাংশের হিসেবে এলাকা থেকে ভোট কমে গেল তৃণমূলের। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকার ৬ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ভদ্রপুর ১,২ এবং নওয়াপাড়া পঞ্চায়েত গঠন করতে কোন রকমে সক্ষম হয়েছিল তৃণমূল। অপর দিকে বারা ১, ২ এবং শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে বিরোধীরা। এবার কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে লক্ষীর ভান্ডার, ১০০ দিনের কাজের টাকা সহ আবাস যোজনা দেওয়ার নামে উন্নয়নের নিরিখে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ভোট হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষেরা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নয়নের নিরিখে জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ভোট হলেও নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকায় শতাংশের হিসেবে তৃণমূলের ভোট কমে যাওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্বরা। সেক্ষেত্রে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকে লোক সভায় বুথ ভিত্তিক ভালো ফলাফল করেছে শাসক বিরোধী বাম কংগ্রেস ও বিজেপি। হিসেব বলছে বিরোধীরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলের ধারাকে অব্যাহত রেখে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের থেকেও বেশি শক্তি প্রদর্শন করল বিরোধীরা। যথাক্রমে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভদ্রপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেছিল তৃণমূল। অপরদিকে ভদ্রপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তৃণমূলের। এখন লোকসভায় পঞ্চায়েত দখল করছে বাম কংগ্রেস জোট। একই ভাবে শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত বাম কংগ্রেস ও বিজেপি রামধনু জোট পঞ্চায়েত গঠন করলেও লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতা দেখিয়েছে বিজেপি। সেখানে ২২ আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১১টি। তাই ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন।

ডিএম মারফত দম্পতির কন্যাসন্তান দত্তক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদাতে বিয়ের দশ বছর পরেও নিঃসন্তান ছিলেন দম্পতি। অবশেষে সংসারে এলো ফুটফুটে কন্যা সন্তান। মালদহ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কন্যা সন্তান দত্তক নিলেন বর্ধমানের কালনার বসাক দম্পতি। অন্যদিকে মালদহের ১০ মাসের কন্যা সন্তান পেল নিজের ঘর। বুধবার বর্ধমানের দম্পতির হাতে আইনানুগভাবে দত্তক কন্যাসন্তান তুলে দিলেন মালদহের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বর্ধমানের কালনার পেশায় বস্ত্র ব্যবসায়ী বসাক দম্পতি। বছর দশেক আগে সাতপাকে বাঁধা পড়েন দু'জনে। কিন্তু, নিঃসন্তান থাকায় সন্তান দত্তক নেওয়ার কথা ভাবেন ওই দম্পতি। ২০১৯ সালে সরকারি পোর্টালে এবিষয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তাঁরা। আবেদন খতিয়ে দেখে মালদহে সরকারি হোমে থাকা ১০ মাসের কন্যাকে বসাক দম্পতির হাতে তুলে দেওয়ার ছাড়পত্র দেয় প্রশাসন। প্রশাসন জানিয়েছে, গত দেড় বছরে এভাবে আটটি শিশুকে দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দত্তক দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থিক সঙ্গতির পাশাপাশি মানসিক প্রস্তুতি সহ অন্যান্য বেশকিছু মাপকাঠি খতিয়ে দেখা হয়। ইতিমধ্যে আরও বেশকিছু আবেদন জমা হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
দিন দুপুরে দেখা গেল শৌচালয়ের কাউন্টারে খুচরো পয়সার হিসেব রাখার কাজের ফাঁকেই মেয়েকে পড়াচ্ছেন মা। কিন্তু শৌচালয়ে কেন? এই বিষয়ে কল্পনা দেবী বলেন, "বড় মেয়ে চাকদহ কলেজে পড়ে। কলেজে যাওয়ার সময় বোনকে স্কুলে দিয়ে যায়। তিনি আরও জানান , "স্বামী, মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতেই ঠাঁই হয়েছে বর্তমানে তার । বড় অভাবের সংসার তাঁদের । ছোট মেয়েকে কোথায় রেখে আসব ভেবে ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কল্পনা দেবী বলেন এই যে দেখছেন বিভিন্ন ছবি আঁকা। সব মেয়ে এঁকেছে। ও আঁকা শিখতে চায়। কিন্তু সেই ক্ষমতাটাও আমাদের নেই।"

রামপুরহাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক্টরের পিছনে ধাক্কা মারায় মৃত্যু হলো দুই মোটর সাইকেল আরোহীর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে আরো এক মোটর সাইকেল আরোহী। মৃতদের নাম শ্রীমন্ত লেট ও অচিন্ত্য লেট। তাদের বাড়ী বীরভূমের নলহাটি গ্রামে শ্রীরামপুর গ্রামে। আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ পথ দূর্ঘটনাটি ঘটেছে রানীগঞ্জ মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরভূমের রামপুরহাটের কুটিগ্রামের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি মোটর সাইকেলে চেপে তিনজন নলহাটির দিক থেকে রামপুরহাটের দিকে আসছিল। কুটিগ্রামের কাছে জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক্টরের পিছনে মোটর সাইকেলটি সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোটর সাইকেলে চালক সহ আরও এক আরোহীর। গুরুতর জখম হয় অপর মোটর সাইকেল আরোহীও।

ক্যাব চালকের দুর্ব্যবহার, দ্রুত ব্যবস্থা পুলিশের

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: যাত্রীদের সঙ্গে ট্যাক্সি অথবা ক্যাব ড্রাইভারদের সহিত বচসা বা ঝামেলার কথা নতুন কিছু নয়। অহরহ হয়ে থাকে। গত ২৫শে জুন দিনটিও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হঠাৎ এই ঘটনাটি ঘটে একজন ভদ্র মহিলার সাথে। তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার ভিত্তিতে সেটি রেকর্ড করা হয় থানায়। তাহার লিখিত বয়ান ছিল ২৫ তারিখ প্রায় সাড়ে ১২ টা নাগাদ মহিলা তার বাসভবন থেকে গড়িয়াহাটে যাচ্ছিলেন WB 04H 8515 একটি ক্যাবে। এইট বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছালে ড্রাইভার ললিত চৌপালকে ঐ গাড়ির এসি সিস্টেম বাড়াতে বললে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলে। মহিলা ভাড়া না দিয়ে ক্যাব ছেড়ে যেতে চাইলে তখন চালক অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে ধাক্কা মারেন। এই তথ্য পেয়ে ইন্সপেক্টর অরিন্দম পান্ডা, অ্যাডিশনাল ওসি, এসআই দীপক মণ্ডল এবং এসআই কৌশিক রায় নিয়ে গঠিত দল অভিযুক্ত ক্যাবের চালক ললিত চৌপাল কসবা থেকে গ্রেপ্তার করে।

জয়নগর ও মৈপীঠে মাদক বিরোধী দিবস

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার ছিল বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস। সারা বিশ্বের সাথে বিভিন্ন ভাবে এই দিনটি পালন করা হয় আমাদের রাজ্যের প্রায় সব থানাতেই।এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের ব্যবস্থাপনায় ও জয়নগর সাব ট্রাফিকের ওসি সুভাষ পালের সহায়তায় জয়নগর এলাকায় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে মাদক বিরোধী দিবস পালন করা হলো।এদিন স্কুল পড়ুয়াদের হাতে ছিলো মাদক বিরোধী বিভিন্ন প্লাকার্ড।এই মাদক তথা ড্রাগের নেশা বর্তমানে যুব সমাজকে নেশাগ্রস্ত করে তুলছে।ক্ষতি করছে সমাজকে।আর তাই সমাজকে সচেতন করতে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এই সচেতন মূলক প্রয়াস।এদিন এই মাদক বিরোধী পদযাত্রায় পুলিশ, ট্রাফিক,সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ স্কুল পড়ুয়ারা অংশ নেন। আবার মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি সমরেশ ঘোষের উদ্যোগে মৈপীঠ এলাকায় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে মাদক বিরোধী পদযাত্রা করা হয়।

করণদিঘী থানার মাদক বিরোধী দিবস

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে করণদিঘী থানার উদ্যোগে বুধবার একটি বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। করণদিঘী হাইস্কুল মাঠ থেকে শুরু করে করণদিঘী থানা হয়ে, পদযাত্রা করণদিঘী ব্লক পর্যন্ত পৌঁছে পুনরায় হাইস্কুল মাঠে এসে শেষ হয়। এদিনের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন থানার পুলিশ সদস্য, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল মাদক বিরোধী প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। করণদিঘী থানার আই.সি সঞ্জয় ঘোষ জানান, মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা চাই, সমাজের প্রতিটি মানুষ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন হোক এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক। একই দিনে করণদিঘী হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাদক দ্রব্য সম্পর্কে সচেতনতা শিবির হয়।

নেট ও নিট পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাম মিছিল মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: ইউ জি সি নেট ও নিট ইউজি পরীক্ষায় লাগামহীন দুর্নীতিতে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবিতে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে মেদিনীপুরে শহরে দৃপ্ত মিছিল করলো বামফ্রন্ট। মিছিলে বামপন্থী দলগুলোর পাশাপাশি যোগ দিয়েছিল এবিটিএ, এস এফ আই, ডিওয়াইএফআই সহ বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠন গুলি। বুধবার এদিন বিকেলে মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চকে সংক্ষিপ্ত পথসভার পর রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে গোলকুঁয়ার চক, বটতলা, নিমতলা,রাসময়রার চক, কোতয়ালী বাজার হয় পুনরায় পঞ্চুর চকে শেষ হয়। সেখানে ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজয় পাল, সুকুমার আচার্য, জয়দীপ খাটুয়া, পাপিয়া চৌধুরী, জগন্নাথ খান,সুকুমার সিং, বাবলু বিশ্বাস,চঞ্চল মাসান্ত, দিলীপ সাউ,কুন্দন গোপ প্রমুখ বাম নেতৃত্ব। এদিনের মিছিলে এস এফ আই এর নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীদের এবং এবিটিএ-এর নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

ট্রেনে মহিলার ব্যাগ থেকে উদ্ধারকৃত শিশু তারই, জানাল রেল পুলিশ

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: জেলা জুড়ে ছেলে ধরা গুজবে আতঙ্কিত অবিভাবকরা। তারই মাঝে বাচ্চা চুরির সন্দেহে বুধবার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিরাটি স্টেশনে । যাত্রীদের বিক্ষোভে কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল । অভিযোগ দত্তপুকুর থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে বাজারের ব্যাগ ভরে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা যাত্রী । তা দেখেই বাকি যাত্রীদের সন্দেহ হয় । ওই মহিলার বিরুদ্ধে বাচ্চা চুরির অভিযোগ তুলে সরব হন তাঁরা । এর পরেই বিরাটি স্টেশনে নেমে যাত্রীরা ওই মহিলাকে রেল পুলিশের হাতে তুলে দেন । পাশাপাশি, তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা । এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিরাটি স্টেশনে । পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় রেলপুলিশকে। এর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় পুলিশও। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুর থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনে মহিলার বাজারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটি আসলে ওই মহিলারই ষষ্ঠ সন্তান। বারাসাত জিআরপি ওসি রুপসিনা পারভীন জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দমদম রেলস্টেশন পার্শ্ববর্তী এক বস্তির বাসিন্দা উড়িয়াভাষী ওই মহিলা ঠিকঠাক বাংলা বলতে পারেন না, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন, মহিলাটি প্যাকেটে করে তার শিশু পুত্রকে নিয়ে ট্রেনে ফিরছিলেন। ওই মহিলা এবং শিশুটিকে নিয়ে আসার ঘন্টা দুয়েক পর শিশুটিকে ওই মহিলার সামনে নিয়ে আসা হলে শিশুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ওই মহিলার স্তনপান করে, খেলাও করে। তবে এখনই শিশুটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না বলেও জানান বারাসাত রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রুপসিনা, তিনি জানান বাচ্চাটিকে আপাতত বারাসত চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ওই মহিলার স্থায়ী ঠিকানা এবং বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তবে উল্লেখ্য, ট্রেনের মধ্যে ব্যাগ থেকে বাচ্চা উদ্ধার হওয়ায়, জেলা জুড়ে বাচ্চা চুরি হওয়ার যে গুজব চলছে, তা সত্যি বলেই ধরে নিচ্ছেন অনেকে।

মাদক বিরোধী দিবসে সেমিনার পুলিশের

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও মেমারি থানার উদ্যোগে মেমারি কলেজের সহযোগিতায় কলেজ ক্যাম্পাসে একটি সেমিনার করা হয়। এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন মেমারি থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ মন্ডল, মেমারি সার্কেল এক্সসাইজ ডিপার্টমেন্টের ওসি মোজাম্মেল হক, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অভয় সামন্ত, ডাঃ মানোয়ার আলী, ডাঃ সহদেব মন্ডল, সমাজসেবী তারকনাথ সাহা, মেমারি থানার ওসি দেবাশীষ নাগ, মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

মাদক বিরোধী দিবস পালিত হল মগরাহাটে

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস পালিত হল বুধবার মগরাহাট। মগরাহাট থানার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই বিশেষ দিনটি পালিত হয়। এলাকার মানুষকে মাদকের সর্বনাশা নেশার বিরুদ্ধে সচেতন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিয়াই রাজুসোনোকর,ওসি সুমোনবোগী ,সৈকতরয় মগরাহাট থানার পুলিশ ও সিভীক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মগরাহাট বাজার রেলস্টেশন পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষকে মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতন করা হয় পুলিশের তরফে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বারুইপুরে মাদক বিরোধী মিছিল

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে ২৬ শে জুন,স্ট্যান্ড ফর জাস্টিস ফোরাম অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের সংগঠনের তরফ থেকে একটি সচেতনতা মিছিল অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুরের রাজপথে।
যুবক ছেলেদের উপস্থিতি ছিলো মিছিলের বিশেষ আকর্ষণ।মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদক মুস্তাহিদ আল সাফি মিদিআন, তিনি বলেন রাজ্য সরকার মাদক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যেভাবে সুবিধা প্রদান করছে,যে এক শ্রেণীর যুবক, যুবতী,সহ সাধারণ মানুষ মাদকাসক্তের খারাপ গুনাবলীকে পরোয়া করছেনা, এবং তাঁরা অতিরিক্ত মাদক সেবন করার ফলে সমাজে, চুরি,ধর্ষন, অন্যান্য অন্যায় দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এমনটা যদি চলতে থাকে।তাহলে সমাজ আরও কলঙ্কিত হবে তাই রাজ্য সরকারের মাদক বিক্রি ও পাচারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রন আনা জরুরি, এছাড়াও মাদক বর্জন করা ও বিভিন্ন স্থানে এবিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

থানা ও কলেজ করল মাদক বিরোধী সভা

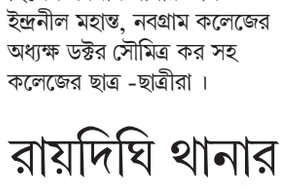

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ২৬ শে জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে নবগ্রাম থানা এবং নবগ্রাম অমর চাঁদ কুন্ডু কলেজের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল নবগ্রামে।
বুধবার আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নবগ্রাম থানার উদ্যোগ একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এদি র‍্যালিটি নবগ্রাম মোড়সহ বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে। নবগ্রাম থানার পক্ষ থেকে র‍্যালি মধ্য দিয়ে মাইক প্রচার করে মানব সমাজকে জানানো হয় মাদক সেবন করলে কি কি ক্ষতি হয়, সঙ্গে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয় সাধারণ মানুষকে। পদযাত্রায় অংশ নেন নবগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ইন্দ্রনীল মাহান্ত সহ থানার অন্যান্য পুলিশ অফিসার।
পদযাত্রা শেষে এদিনই নবগ্রাম অমর চাঁদ কুন্ডু কলেজে এক মাদকবিরোধী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন নবগ্রাম থানার ওসি ইন্দ্রনীল মহান্ত, নবগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সৌমিত্র কর সহ কলেজের ছাত্র -ছাত্রীরা ।

রায়দিঘি থানার মাদক বিরোধী পদযাত্রা

বাইজিদ মণ্ডল ● রায়দিঘি

আপনজন: মাদকদ্রব্য যে জীবনের কতখানি ক্ষতি করে দেয়, সেই সচেতনতা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতি বছর রায়দিঘি থানার পক্ষ থেকে পালন করা হয় বিশ্ব মাদক দিবস। এদিন আই সি দেবর্ষি সিনহার নেতৃত্বে রায়দিঘি থানা থেকে কোম্পানির ঠেক বাজার পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার এক বিশাল মিছিল করে।

الدعوة
দাওয়াত

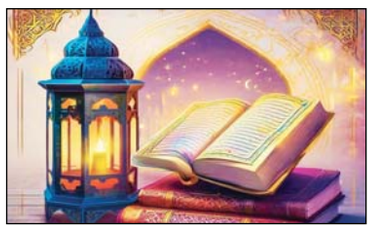

- হজ-পরবর্তী আমল
- ঘুমানোর আগে করণীয় জিকির
- কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা
- সালাতুয জোহার গুরুত্ব ও ফজিলত

ডা: মুহাম্মাদ মাহতাব

হজ-পরবর্তী আমল

পবিত্র নগরী মক্কায় আসা এবং হজের হুকুম আহকাম সম্পাদন ভ্রমণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যেই হজের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায় না বরং হজ-পরবর্তী সময়েও রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ জীবনযাপন ও আমলি জিন্দেগি। আল্লাহ তায়ালা একনিষ্ঠ একত্ববাদের আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য অন্যতম সহায়ক হলো হজ। সুতরাং হজ-পরবর্তী জীবন হবে তাওহিদনির্ভর।
হজ-পরবর্তী এমন কোনো কাজই করা যাবে না যেখানে তাঁর সঙ্গে অংশীদারত্বের ন্যূনতম সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মহান হজের দিনে মানুষের প্রতি (বিশেষ) বার্তা হলো, আল্লাহর সঙ্গে শিরককারীদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গেও নেই।' (সূরা তাওবা : ৩) হজের পর গোনাহমুক্ত জীবনযাপনই হলো হজ কবুল হওয়ার লক্ষণ।
হজের পর হজ পালনকারীদের উচিত আল্লাহর বিধি-বিধান পালনের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ করা। মনীষীরা বলেছেন, হজ-পরবর্তী জীবনে হজ পালনকারী তার ভালো কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। পাপের কাজ থেকে দূরে থাকে।
হজ-পরবর্তী সময়ে সমাজে ভালো কাজের অংশগ্রহণ বাড়ানো।
অন্যায় প্রতিহত করতে বিশ্বনবীর পন্থায় অবিরাম চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাওয়া। নিজে যেমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে তেমনি অন্যকেও অন্যায় থেকে হিফাজত করতে সচেষ্ট থাকা।

হজ-পরবর্তী করণীয় ও দিকনির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন। এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশে কী বলেন?

হজ পালনকারীদের উদ্দেশে তাদের বাকি জীবনের করণীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করেন।
'অতঃপর যখন তোমরা (হজের) যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে নেবে, তখন (মিনায়) এমনভাবে আল্লাহর স্মরণ (জিকির) করবে, যেমন (জাহেলি যুগে) তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষগণকে স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও বেশি গভীরভাবে (স্মরণ করবে)। এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে (সওয়াব) দান করো।' মূলত তাদের জন্য পরকালে (কল্যাণের) কোনো অংশ নেই।' (সূরা বাকারা : ২০০)
পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোজখের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।' (সূরা বাকারা : ২০১)
ইসলামপূর্ব যুগে আরবের লোকেরা হজ সম্পাদন করেই মিনায় মেলার আয়োজন করত। তাই আল্লাহ তায়ালা জাহেলি যুগের সে রীতির পরিবর্তন করে মানুষকে নির্দেশ দেন যে, হজের পর মেলা নয় বরং আল্লাহর স্মরণই সর্বোত্তম। আর তা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আবশ্যক।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাওয়া লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে কী করতে হবে তা বর্ণনা করেছেন প্রিয়নবী সা:। হাদিসে এসেছে-
১. হজরত কাব বিন মালেক রা: বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা: যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন মসজিদে (নফল) নামাজ আদায় করতেন। (বুখারি)
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত হজের দীর্ঘ সফর শেষে যখন কোনো মানুষ নিজ বাড়িতে ফিরবে তার উচিত নিজ মহল্লার মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করা; অতঃপর ঘরে ফেরা। এ নামাজ আদায় করা প্রিয়নবীর অনুসরণীয় সুন্নত আমল। মসজিদ থেকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে নিজ ঘরে প্রবেশের পরও শুকরিয়াতান দুই রাকাত নামাজ আদায় করা মোস্তাহাব।
হাদিসে এসেছে-
২. রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে, তখন দুই রাকাত নামাজ পড়বে। এ নামাজ তোমাকে ঘরের বাইরের বিপদাপদ থেকে হেফাজত করবে। আর যখন ঘরে ফিরবে, তখনো দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। এ নামাজ তোমাকে ঘরের অভ্যন্তরীণ বালা-মুসিবত থেকে হেফাজত করবে।' (মুসনাদে বাজ্জার)
নিরাপদে হজ পালন করে দেশে ফিরে আসার পর শুকরিয়াস্বরূপ গরিব-মিসকিন ও আত্মীয়স্বজনকে খাবারের দাওয়াত দেয়াও বৈধ।
হাদিসে এসেছে-
৩. হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা: বর্ণনা করেন, 'রাসূলুল্লাহ সা: যখন মদিনায় আসেন, তখন একটি পশু জবাইয়ের নির্দেশ দেন। জবাইয়ের পর সাহাবায়ে কেরাম তা থেকে আহার করেছেন।' (বুখারি)
হজ-পরবর্তী সময়ে বেশি বেশি এ জিকির করা-
রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখেরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আজাবান নার।'
অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোজখের যন্ত্রণাদায়ক আগুন থেকে রক্ষা করো।'

হজ কবুল হওয়ার নিদর্শন

যাদের হজ কবুল হয়, তাদের জীবনের মোড় ও কর্মের অভিযাত্রা ঘুরে যায়। ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার আগ্রহ বাড়ে। আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানুষ যতবান হয়। হজ করার পর যার জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি, তার হজ কবুল হওয়ার বিষয়টি সন্দেহমুক্ত নয়। (আপকে মাসায়েল, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা : ২৫)
হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা
যারা হজ করে আসছেন, তাদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানানো, তাদের সাথে সাক্ষাৎ, মুসাফাহ ও কোলাকুলি করা এবং তাদের দিয়ে দোয়া করানো মুস্তাহাব। কিন্তু ফুলের মালা দেয়া, তাদের সম্মানার্থে স্লোগান ইত্যাদি দেয়া সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। (আপকে মাসায়েল আরো ইনকি হল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা: ১৬২)
জমজমের পানি পান করানো
হজে গেলে হজযাত্রীরা জমজমের পানি সংগ্রহ করেন। বাড়িতে আসার সময় নিয়ে আসেন। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
জমজমের পানি নিয়ে এসে লোকদের পান করানো মুস্তাহাব। অসুস্থ রোগীদের গায়ে ব্যবহার করাও বৈধ। (মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ, পৃষ্ঠা : ৩০৩)
হজরত আয়েশা রা: জমজমের পানি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন, 'রাসূল সা: জমজমের পানি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।' (তিরমিজি : ১১৫)
পরিশেষে বলতে চাই, হজ-পরবর্তী জীবন সে তো হবে ভিন্ন জীবন যা পূর্ববর্তী জীবনের ক্লেদাক্ততার কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত থাকবে না। আর হজে মাবরুর নসিব হলে হজ পালনকারী ব্যক্তি সদ্য প্রসূত ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। তাই হজ পালনকারী ব্যক্তি হজ-পরবর্তী জীবনে নিজেকে নিষ্পাপ কুলুষমুক্ত রাখতে দুনিয়ার সব কাজেই আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা একান্ত জরুরি। হজসহ ইসলামের সব ধরনের ইবাদাত ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে তার হুকুম পালন করা জরুরি। নামাজ পড়ে বিধায় নামাজি; হজ করেছেন বিধায় হাজি ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও জরুরি।

রাসূল সা. যেভাবে মেহমানকে বিদায় দিতেন

জাওয়াদ তাহের

ইসলামের অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে মেহমানকে তার যথাযথ সম্মান করা। এ ক্ষেত্রে মেজবানের যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু উজাড় করে মেহমানকে সম্মান করা। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।
(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১৩৬)
মেহমানকে সম্মান করার একটি দিক হচ্ছে, বিদায় দেওয়ার প্রাক্কালে তার সঙ্গে হেঁটে একটু পথ এগিয়ে দেওয়া। সে যদি কোনো বাহন নিয়ে আসে তাহলে বাহন পর্যন্ত উঠিয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে মেহমানের সম্মান বৃদ্ধি পায়। তার অন্তর মেজবানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। সে আনন্দচিত্তে তার গন্তব্যে ফিরে যাবে। অনেকেই আছে, যারা এই সুন্নত না জানার কারণে এর ওপর আমল করে না। সমাজের খুব সামান্য মানুষ এই শিষ্টাচারের প্রতি গুরুত্ব রাখে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, বিদায়ের প্রাক্কালে মেহমানের সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সুন্নত। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৩৫৮)
নবীজি সা. তাঁর প্রিয় সাহাবিকে কিভাবে বিদায় দিয়েছেন, তার দৃশ্য এ হাদিসে ফুটে উঠেছে। আসেম বিন হুমাইদ সাকুনি থেকে বর্ণিত, মুআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেন পাঠানো সময় মহানবী সা. কিছু পথ এগিয়ে দিতে এবং অসিয়ত করতে তাঁর সঙ্গে বের হলেন। মুআজ (রা.) ছিলেন সওয়ারিতে, আর তিনি হেঁটে পথ চলছিলেন। অসিয়ত করে অবশেষে তিনি তাঁকে বললেন, 'হে মুআজ! তুমি হয়তো আগামী বছর আমার দেখা পাবে না। সম্ভবত, তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হবে!' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সা.-এর সঙ্গহারা হতে হবে জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে মুআজ কাঁদতে লাগলেন।
মুআজ (রা.) উঁচু আওয়াজে কাঁদতে লাগলেন, তখন নবী সা. তাঁকে বললেন, 'কেঁদো না মুআজ! কারণ (এভাবে) কান্না হলো শয়তানের তরফ থেকে।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২১০৭)
আবু বকর (রা.) যুদ্ধে পাঠানোর জন্য বাহিনীর সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয় সাহাবি ওসামা ইবনে জায়েদ (রা.) ছিলেন। আবু বকর (রা.) হেঁটে আর ওসামা (রা.) বাহনে।...আর এভাবেই তিনি জায়েদ (রা.)-কে অনেক দূর এগিয়ে বিদায় দিলেন। (কানজুল উম্মাল)
এভাবেই প্রিয় নবী ও তাঁর সাহাবারা কাউকে বিদায় দিতেন।

কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা

সাইফুল ইসলাম

- সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা যারা কুরআন শিখে ও শিক্ষা দেয়।
হজরত আবু তালিব রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। তিরমিজি-২৯০৯
কুরআন হচ্ছে আল্লাহর আলো, কুরআন হচ্ছে নূর। কুরআন হচ্ছে মুজেজা। আর সেই নূর আমাদের হৃদয়কে শান্তি দেয়। কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করলে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। কুরআন তিলাওয়াত করলে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায়।
আল্লাহ বলেন- 'যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী' (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৯-৩০)
যারা আল্লাহর কুরআন পাঠ করে তাদেরকে পরকালে প্রতিদান দেয়া হবে। যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভালো আমল ছেড়ে দেয় না, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, গোপনে ও প্রকাশ্যে দানখয়রাত করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তারা অবশ্য পরকালে প্রতিদান পাবে। মুমিন বান্দারা কর্মের প্রতিদানের জন্য যে আশা করবে, আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশি প্রতিদান দেবেন যা তাদের কল্পনায়ও থাকবে না। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। কুরআন তিলাওয়াত করা ও আল্লাহর পথে ভালো ভালো কাজ করা- এগুলো হচ্ছে লাভজনক ব্যবসায়, এই ব্যবসায় দুনিয়ার ব্যবসায় থেকে বহুগুণে উত্তম। এই ব্যবসার কোনো ক্ষতি নেই। শুধু লাভ আর লাভ। এই ব্যবসায় আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। নবী, সাহাবি ও মুমিন বান্দারা শুধু এই ব্যবসার সন্ধানে ছিলেন। তারা এই ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছেন। আল্লাহ বলেন- 'হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রদায়ক শাস্তি থেকে' (সূরা আস সাফ, আয়াত-১০)?
কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত মিষ্টি কমলার মতো। হজরত আবু মূসা আশআরি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিনের দৃষ্টান্ত মিষ্টি কমলার ন্যায়, যার ঘ্রাণও উত্তম স্বাদও উত্তম। যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যার কোনো ঘ্রাণ নেই তবে এর স্বাদ আছে। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত রায়হান ফুলের ন্যায় যার ঘ্রাণ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না তার দৃষ্টান্ত হলো মাকাল ফলের মতো, যার সুঘ্রাণও নেই, স্বাদও তিক্ত' (বুখারি-৫৪২৭)।
কুরআন যারা তিলাওয়াত করে তারা আল্লাহর পরিবারের লোক।
আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'কতক লোক আল্লাহর পরিবার-পরিজন।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কারা? তিনি বললেন, 'কুরআন তিলাওয়াতকারীরাই আল্লাহর পরিবার-পরিজন এবং তার বিশেষ বান্দা' (ইবনে মাজাহ-২১৫)।
প্রতি হরফে ১০ নেকি লাভ
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে সে একটি নেকি লাভ করবে। আর প্রতিটি নেকিকেই ১০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মিম মিলে একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ এবং মিম আরেকটি হরফ' (তিরমিজি-২৯১০)। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা যারা কুরআন শিখে ও শিক্ষা দেয়।
হজরত আবু তালিব রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয় (তিরমিজি-২৯০৯)।
যারা কুরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আমির ইবনে ওয়াসিলা আবু তোফায়েল রা: থেকে বর্ণিত- হজরত নাফে ইবন আবদুল হারিস রা: উসমান নামক স্থানে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা:-এর সাথে মিলিত হন। ওমর রা: তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তখন ওমর রা: বললেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে স্থলাভিষিক্ত করেছ (খলিফা বানিয়েছ)? তিনি বলেন, আমি তাদের উপর ইবনে আবজা রা:-কে খলিফা বানিয়েছি। ওমর রা: বললেন, ইবনে আবজা কে? তিনি বললেন, সে আমাদের একজন আজাদকৃত গোলাম। ওমর রা: বললেন, তুমি লোকদের উপর গোলামকে খলিফা বানিয়েছ? তিনি বললেন, সে তো মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াতকারী, ইলমে ফারায়েজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম এবং কাজী। ওমর রা: বললেন, তুমি কি জানো না যে, তোমাদের নবী সা: বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে কতক গোত্রকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন আর কতককে এর দ্বারা অবনমিত করবেন' (ইবনে মাজাহ-২১৮)? মৃত্যুর পরও কুরআন তিলাওয়াতকারীর লাশের মর্যাদা বহুগুণে বেশি। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী সা: উহুদের শহীদদের দু'জনকে একই কাপড়ে একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞেস করতেন, তাদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত? দু'জনের মধ্যে একজনের দিকে ইশারা করা হলে তাকে কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হবো। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় তাদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাদের গোসল দেয়া হয়নি এবং তাদের (জানাজার) নামাজও আদায় করা হয়নি (বুখারি-১৩৪৩)।
কিয়ামতের দিনে কুরআন তিলাওয়াতকারীর অনেক সম্মান
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, তুমি তা তিলাওয়াত করতে থাকো এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাকো। তুমি তাকে ধীরে সুস্থে তিলাওয়াত করতে থাকো, যেরূপ তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা, তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) ঐটিই, যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে' (আবু দাউদ-১৪৬৪)। কুরআন তিলাওয়াতকারীদেরকে সুপারিশ করবে। হজরত জুবায়েদ রহ: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন, কুরআন এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ (তিলাওয়াতকারীর পক্ষে) কবুল করা হবে। এমন বিতর্ককারী যার বিতর্ক (তিলাওয়াতকারীর পক্ষে) গ্রহণ করা হবে। অতএব যে কুরআনকে সামনে রাখবে (তিলাওয়াত করবে ও তদনুযায়ী আমল করবে) কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে পেছনে রাখবে (তিলাওয়াত করবে না ও তদানুযায়ী আমল করবে না) কুরআন তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস-১২৪)।

সালাতুয জোহার গুরুত্ব ও ফজিলত

বিশেষ প্রতিবেদন

নফল ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সালাত বা নামাজ হলো 'সালাতুয জোহা'। এ সালাত আদায়ের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রভূত নেকী হাসিল করা যায়। বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাতকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সালাতকে ইশরাকের সালাতও বলা হয়। সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে 'সালাতুল ইশরাক' এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে 'সালাতুয জোহা' বা চাশতের সালাত বলা হয়। (সালাতুর রাসূল সা., পৃ. ২৫৪)

আসুন নিম্নের হাদিসগুলোর মাধ্যমে সালাতুয হোহার অপরিসীম গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করি-

(১) আবু যর (রা.) বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের ওপর সদকা ওয়াজিব করে। কারো সাক্ষাতে তাকে সালাম দেওয়া একটি সদকা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি সদকা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি সদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা একটি সদকা। নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হওয়াও একটি সদকা। তবে চাশতের ২ রাকআত সালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে। (মুসলিম হা/৭২০; আবুদাউদ হা/১২৮৫, সনদ সহিহ)

(২) আবু বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'মানুষের শরীরে তিনশ' ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য সদকা করা। সাহাবিগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কার সাধ্য আছে এ কাজ করার? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি সদকা। পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও একটি সদকা। কিন্তু তিনশ' ষাট জোড়ার সদকা দেওয়া মতো কোনো কিছু না পেলে তোমরা জোহার ২ রাকআত সালাত আদায় করে নিও। সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে'। (আবুদাউদ হা/৫২৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১)

(৩) আবুদ্দারদা ও আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, 'আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ৩টি কাজের অসিয়ত করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। তা হলো, (১) প্রতি মাসে ৩ দিন সেয়াম পালন করা (২) সালাতুয জোহা আদায় করা (৩) বিতর সালাত আদায় ব্যতীত না শোয়া। (বুখারি হা/১১৭৮, মুসলিম হা/৭২২)

(৪) রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর জিকিরে মশগূল থাকল, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) ২ রাকআত সালাত (সালাতুল ইশরাক) আদায় করল, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ ও একটি পূর্ণ ওমরাহর নেকী রয়েছে। (তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান)

(৫) রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'সালাতুয জোহা এর প্রতি কেবল সেই যত্নবান হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুতরাং এটাই হলো 'সালাতুল আওয়াবীন' বা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের সালাত'। (ত্বাবারাণী, সহিহ ইবনু খুযায়মা, সিলসিলা সহিহাহ হা/৭০৩)

(৬) একবার রাসূলুল্লাহ সা. একটি সারিয়া (ছোট যুদ্ধাভিযান) প্রেরণ করলেন। তারা দ্রুত বিজয় লাভ করে অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে আসলেন। ফলে লোকজন নিকটবর্তী অভিযান, অধিক গনীমত লাভ ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও সংক্ষিপ্ত অভিযান, অধিক গনীমত অর্জন ও দ্রুত ফিরে আসার কথা বলে দেবো? তা হলো, যে ব্যক্তি ওজু করে মসজিদে গিয়ে জোহার নফল সালাত আদায় করবে, সে এর চেয়েও অতি দ্রুত লাভবান হবে, অধিক গনীমত অর্জন করবে ও দ্রুত প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে। (আহমাদ, সহিহুত তারগীব হা/৬৬৮)

(৭) আবুদ্দারদা ও আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য ৪ রাকআত সালাত আদায় কর, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত (যে কোনো প্রয়োজনে) তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব'। (তিরমিযী হা/৪৭৫; মিশকাত হা/১৩১৩)

(৮) সালাতুয জোহা আদায় করা সুন্নত। আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. সালাতুয জোহা ৪ রাকআত বা কখনো তার চেয়ে বেশি আদায় করতেন। (মুসলিম হা/৭১৯)। এই সালাত বাড়ীতে পড়া 'মুস্তাহাব'। চাশতের সালাতের সর্বনিম্ন রাকআত সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ ৮ পর্যন্ত পাওয়া যায়। (মুসলিম হা/৩৩৬)। এছাড়া এর উপর যত খুশি আদায় করা যায়। (উসায়মীন, আশ-শরহুল মুমতে' ৪/৮৫)। তবে নির্দিষ্টভাবে ১২ রাকআত জোহা আদায়ের ফজিলত মর্মে বর্ণিত হাদিসটি যঈফ)। (তিরমিযী; মিশকাত হা/১৩১৬, সনদ যঈফ)

তো আসুন, আমরা উক্ত সালাত আদায়ের চেষ্টা করি। ফরজ সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ঘাটতি আমাদের থেকেই যায়। নফল সালাতগুলো আমাদের সেসব ঘাটতি পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ!

কেয়ামতের সেই ভয়াবহতম দিনে যখন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ তাআলা ফরজ সালাতের ঘাটতি পুরণার্থে ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ তো আমার বান্দার কোনো নফল (সালাত) আছে কি-না'। যদি তার নফল সালাত থাকে তিনি বলবেন, 'আমার বান্দার ফরজের ঘাটতিকে নফল দ্বারা পূর্ণ কর'। (আবুদাউদ হা/৮৬৪)।

ইয়া আল্লাহ! সব মুসলিম উম্মাহকে অল্প শ্রম কিন্তু অপরিসীম সওয়াব সমৃদ্ধ এসব ইবাদতগুলোয় অভ্যস্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কুরআনের ৮ নির্দেশনা

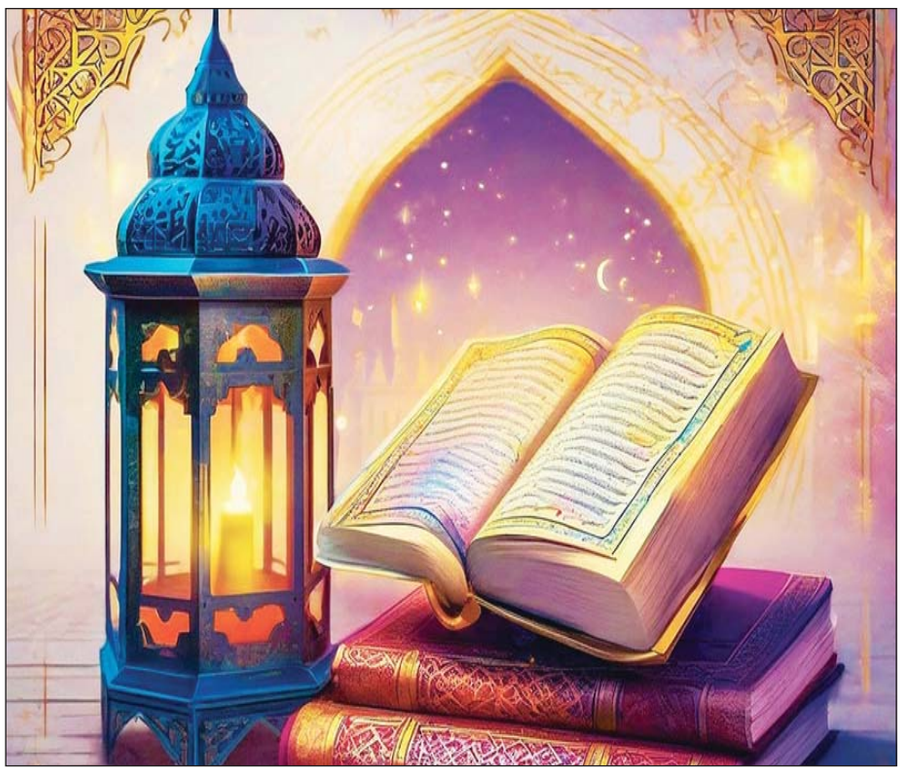

আবদুল মজিদ

দাম্পত্য জীবনের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারে। তেমনি সামান্য ভুল জীবনকে বিষাদময় করে তুলতে পারে। মানুষের দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় করে তুলতে কুরআনে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এখানে এমন কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো–

১. দাম্পত্য জীবন আল্লাহর অনুগ্রহ

কুরআনে দাম্পত্য জীবনকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং মুমিনের উচিত দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নবান হওয়া। ইরশাদ হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে।' (সুরা : রুম, আয়াত : ২১)

২. মুমিনদের বিয়ে করা

মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরকে বিয়ে করবে–এটাই ইসলামের নির্দেশ; যদিও শর্ত সাপেক্ষে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করার অবকাশ শরিয়তে আছে। ইরশাদ হয়েছে, 'মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে কোরো না; মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও। নিশ্চয়ই মুমিন ক্রীতদাসী তাদের থেকে উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সঙ্গে তোমরা বিয়ে কোরো না, মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও মুমিন ক্রীতদাস তাদের চেয়ে উত্তম।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২২১)

৩. পছন্দের নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ

ইরশাদ হয়েছে, 'নারীদের কাছে তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করলে বা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে কোনো অঙ্গীকার কোরো না; নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৩৫)

৪. বিয়ে প্রাচুর্য আনে

বিয়ে মানুষের জীবনে প্রাচুর্য আনে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম (সঙ্গীহীন নারী বা পুরুষ) তাদের বিয়ে সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও; তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩২)

৫. স্ত্রীর মোহর প্রদান

ইসলাম পুরুষকে স্ত্রীর প্রাপ্য ও নির্ধারিত মোহর যথাযথভাবে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর তোমরা নারীদের তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৪)

৬. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ

ইসলাম স্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেতাই আচরণের পরিবর্তে সর্বাবস্থায় সদাচারের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! নারীদের জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না; যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে। তাদের সঙ্গে সত্ভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে এমন হতে পারে যে আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৯)

৭. বেইনসাফির ভয় থাকলে একাধিক বিয়ে নয়

ইসলাম ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। আর যে সুবিচার নিশ্চিত করতে পারবে না, তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে–দুই, তিন বা চার; আর যদি আশঙ্কা করো সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৩)

৮. স্বামী-স্ত্রীর গভীরতম সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এই সম্পর্কের মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পর্দাস্বরূপ।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১০)

ঘুমানোর আগে করণীয় জিকির

বিশেষ প্রতিবেদন

জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সবসময় মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা, তার আনুগত্য করা। জিকির এমন ইবাদত যার কোনো সময়, সীমা, পরিমাণ ও শর্ত নেই। আল্লাহ তাআলার জিকির দিনে-রাতে, ওজু অবস্থায়, ওজু ছাড়া, সকাল-সন্ধ্যায়, দাঁড়িয়ে, বসে, এমনকি শুয়েও করা যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সর্বাবস্থায় অধিক হারে তার জিকির করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা করো'। (সূরা: আহজাব, আয়াত: ৪১-৪২) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের রব! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি'। (সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১) ঘুমানোর আগে জিকির করা বিশেষ ফজিলতপূর্ণ আমল। রাতে যেকোনো নফল ইবাদতের গুরুত্ব বেশি। তাহাজ্জুদের মতো মহান ইবাদতও রাতে সীমাবদ্ধ। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়ঙ্গম এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল'। (সূরা: মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ৬) আল্লাহর জিকিরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা। রাতে আমল করার মতো কুরআন তেলাওয়াতসহ কিছু ফজিলতপূর্ণ জিকিরের বর্ণনা এসেছে সহিহ হাদিসে। এমন কিছু জিকির নিচে তুলে ধরা হলো–

(১) সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত তেলাওয়াত: বদরি সাহাবি আবু মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (সহিহ বুখারি: ৫০৪০) 'তার জন্য যথেষ্ট হবে' বাক্যটির ব্যাখ্যায় একদল আলেম বলেন, এই ২ আয়াত তাহাজ্জুদের বিপরীতে যথেষ্ট হবে। অন্যরা বলেন, আয়াতদ্বয় রাতের বেলা শয়তান, জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষায় যথেষ্ট হবে। (শরহুন নববি: ৬/৯১)

(২) সূরা মুলক তেলাওয়াত: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কুরআনে ৩০ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে। যে সূরাটি কারো পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সূরাটি হলো– তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক... (অর্থাৎ সূরা মুলক)। (সুনানে তিরমিজি: ২৮৯১)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাজি পাঠ করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগে এই সূরাকে 'মানিআ' (প্রতিহতকারী বা রক্ষাকারী) বলতাম। (সুনানে নাসায়ি: ১০৫৪৭)

(৩) সাইয়িদুল ইস্তেগফার পাঠ: শাদ্দাদ ইবনুল আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তেগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতি হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই দোয়া পড়ে নেবে আর ভোর হওয়ার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতি হবে। আর সাইয়িদুল ইস্তেগফার হলো, اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাকতানি, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু, আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু। আবুউ লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিজাম্বি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো'। (সহিহ বুখারি: ৬৩০৬)

(৪) আয়াতুল কুরসি পাঠ: প্রিয়নবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়বে, শয়তান সারারাত তার কাছে আসবে না'। (বুখারি: ২৩১১)

(৫) তিন কুল পড়ে ফুঁ দেওয়া: ২ হাতের তালু একত্রে মিলিয়ে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তাতে ফুঁ দেবে। তারপর ২ হাতের তালুর মাধ্যমে দেহের যতোটা অংশ সম্ভব– মাসেহ করবে। মাসেহ শুরু করবে– মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের দিক থেকে (এভাবে ৩ বার করবে)। (বুখারি: ৫০১৭)

(৬) আলাদাভাবে সূরা ইখলাস পাঠ: একবার রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবিদের বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অসমর্থ হবে?' এতে সকলকে বিষয়টি ভারী মনে করল। বলল, এই কাজ আমাদের মধ্যে কে পারবে হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, 'সূরা ইখলাস হলো- এক-তৃতীয়াংশ কুরআন'। (বুখারি: ৫০১৫)

(৭) সূরা কাফিরুন পাঠ: প্রিয়নবী সা. বলেছেন, 'রাতে (কুল ইয়া আইয়্যু হাল কা-ফিরুন) (অর্থাৎ সূরা কা-ফিরুন) পাঠ করা শিরক থেকে মুক্তি পেতে উপকারী'। (সহিহ তারগিব: ৬০২)

(৮) তাসবিহ পাঠ: রাসূলুল্লাহ সা. তার মেয়ে ফাতেমা (রা.) ও জামাতা আলী (রা.)- কে বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কিছু বলে দেবো না–যা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষাও উত্তম হবে? যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তোমরা ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে; তা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে'। (বুখারি: ৩৭০৫)

(৯) ঘুমানোর দোয়া পাঠ: রাসূলুল্লাহ সা. যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখন তার ডান হাত গালের নীচে রাখতেন, তারপর এ দোয়াটি বলতেন, اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমু-তু ওয়া আহইয়া'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মরছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হব'। (বুখারি: ৬৩২৪)

মহানবী (স.) জিকির থেকে গাফেল ব্যক্তিদের জীবিত থাকতেও মৃত বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে আল্লাহর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতদের মতো'। (বুখারি: ৬৪০৭, মুসলিম: ৭৭৯)

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক হই এবং আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমার জিকির করে। যদি সে তার মনে মনে আমার জিকির করে আমি তাকে আমার কুদরতি মনে জিকির করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে গণজমায়েতে জিকির করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। (বুখারি: ৭৪০৫, মুসলিম: ২৬৭৫)

অতএব, রাব্বুল আরামিন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পেতে হলে সর্বদা জিকির করা মুমিন মুসলমানের জন্য বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উপরোক্ত আমলগুলো প্রতিরাতে করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইসলামে অজুর বিধান ও গুরুত্ব কী?

বিশেষ প্রতিবেদন

অজু শব্দের বাংলা অর্থ শরীর ও মনের পবিত্রতা বিধানের জন্য প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে গড়গড়া করা, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মুখমণ্ডল ধোয়া, দুই হাত কনুই সহ ধোয়া, মাথা মসেহ করা, ও দুই পায়ের পাতা গোড়ালিসহ ধোয়া। ইসলামের বিধান অনুসারে অজু হল দেহের অঙ্গ-পতঙ্গ ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের একটি পন্থা। পবিত্র কুরআনে আছে -'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তহাদিগকেও ভালোবাসেন।'-(সূরা বাকারা,আয়াত:২২২)। আল্লাহ তাআলা বান্দার নামাজ আদায়ের জন্য অজুকে করেছেন ফরজ। বিনা অজুতে ফরজ ইবাদত করা পাপের কাজ। কুরআন শরীফ পড়তে ও স্পর্শ করতেও অজু করতে হয়। পবিত্র কুরআনে আছে -'যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করো না। '-(সূরা ওয়াক্বিয়াহ্, আয়াত:৭৯)। দেহ ও পরিধেয় কাপড়ের পবিত্রতা অর্জনকে বলে তাহারাত্। অজু বা গোসলের মাধ্যমে তাহারাত্ অর্জন করা যায়। হজরত মোহাম্মদ সা. বলেন - 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অর্ধেক। ' (সহিহ মোসলিম)

ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

حدثنا ابو النعمان، عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة، عن ابي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فادركنا وقد ارهقتنا الصلاة ونحن نتوضا، فجعلنا نمسح على ارجلنا، فنادى باعلى صوته " ويل للاعقاب من النار ". مرتين او ثلاثا.

অনুবাদ: 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পিছনে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অজু করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনোমতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের 'আজাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন। (৯৬, ১৬৩; মুসলিম ২/৯ হা. ২৪১, আহমাদ ৬৮২৩)

হাদিস থেকে শিক্ষা

১. পা ধোয়া ফরজ। আর এটিই কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং তাবেয়ীগণের মত। এর ওপরই উম্মতের ইজমা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিয়াদের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এ জন্যই অজুর জায়গায় যদি দৃশ্যমান প্রলেপ পড়ে এমন কিছু থাকে, যার কারণে শরীরের চামড়ায় পানি পৌঁছবে না এমন হয়ে যায়, তবে তা সরানো পর্যন্ত অজু হবে না। যেমন- নেইল পালিশ, প্রলেপ বিশিষ্ট রং, কড়া মেকআপ ইত্যাদি। অজু বা গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তা অবশ্যই দূর করতে হবে।

৩. যারা অজু করার ক্ষেত্রে কসুর করবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

এক মার্তিনেজে আর্জেন্টিনা বাঁচল, আরেক মার্তিনেজে জিতল

আপনজন ডেস্ক: চিলিকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। তবে এই ম্যাচে অন্য রকম ফলও পেতে পারত আর্জেন্টিনা, যদি এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ত্রাতা হয়ে না দাঁড়াতেন! ৭২ মিনিটে চিলির ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রিগো এচেভেরিয়ার জোরাল শট ডাইভ দিয়ে ঠেকিয়েছেন। তিন মিনিট পর সেই এচেভেরিয়াই বক্সের মাথা থেকে আরেকটি শট নেন। কিন্তু ‘চীনের প্রাচীর’ হয়ে দাঁড়ান মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মার্তিনেজ তো এমনই। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে একদম শেষ মুহূর্তে ফ্রান্সের কোলো মুয়ানির শটে সেই অবিশ্বাস্য সেভ নিশ্চয়ই মনে আছে! মার্তিনেজ তার পর থেকে আরও বেশি করে আর্জেন্টাইনদের নয়নের মণি। কিন্তু প্রতিপক্ষের জন্য? অনেকেই বলবেন, মোটেই সুবিধার নয়। এমনিতেই পোস্টের নিচে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান, এ ছাড়া আচার-আচরণে লোকটি যেন বিরক্তির একশেষ! আর্জেন্টিনার জার্সির সম্মানের জন্য প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে মার্তিনেজের মাঝেমধ্যেই লেগে যায়। প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরাও যেন এক কাঠি সরেস।
মার্তিনেজকে পেলেই খোঁচাতে ছাড়েন না। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আজ তেমন এক দৃশ্যই ক্যামেরায় ধরা পড়ল। আর্জেন্টিনার গোলপোস্টের পেছনেই বসেছিলেন চিলির এক দল সমর্থক। ৮৮ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের গোলের পর সেটি উদ্‌যাপন করতে গিয়ে চিলির সমর্থকদের পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছেন ‘দিবু’ মার্তিনেজ। গোলের পর দৌড়ে আর্জেন্টিনার পোস্টের পাশে বিজ্ঞাপন বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে চিলির সমর্থকদের প্রতি ইঙ্গিত করে উল্লাস করেছেন। আন্দিজপারের দেশটির সমর্থকেরা তা ভালোভাবে নেবেন কেন? বাজে অঙ্গভঙ্গির পাশাপাশি অকথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন মার্তিনেজের প্রতি। তাতে অবশ্য মার্তিনেজের কিছুই যায়-আসে না। আর্জেন্টিনার জয়ই তাঁর কাছে বড় কথা। সে পথে কোনো অবদান রাখতে পারলে মনে মনে তাঁর খুশি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে মাঝেমধ্যে এটাও বুঝিয়ে দেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। খেলতে নেমেছেন, পজিশন যেহেতু পোস্টে, তাই গোল সেভ করাই তো তাঁর কাজ। চিলির বিপক্ষে ম্যাচের পর মার্তিনেজ সে কথাই বললেন, ‘এটা তো জানাই যে প্রতি ম্যাচেই আমাকে একটি-দুটি সেভ করতে হবে।’ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব অ্যাস্টন ভিলার এই গোলকিপার চিলির খেলা নিয়েও কথা বলেছেন, ‘চিলি জীবন বাজি রেখে খেলেছে।
আমরা জানতাম, (ম্যাচ) কঠিন হবে। (চিলির গোলকিপার) ক্লদিও ব্রাভো দারুণ খেলেছে। কিন্তু জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।’ আসলে আর্জেন্টিনার ম্যাচ নিয়ে মার্তিনেজ যা কিছুই বলুন, সবার শেষে ওই কথাটি যেন শিরোধার্য–‘জয়টা আমাদেরই প্রাপ্য ছিল’।
আর্জেন্টিনার জার্সির প্রতি যাঁর এতটা নিবেদন, পোস্টের নিচেও তো সেই ছাপ থাকবেই। এই চিলির বিপক্ষেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ২০২১ সালে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষিক্ত হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গেছে মার্তিনেজের।
জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর পরিসংখ্যানও চোখ রগড়ে দেওয়ার মতো–৪১ ম্যাচের মধ্যে ৩০টিতেই ‘ক্লিনশিট’! এই পথে হজম করেছেন মাত্র ১৬ গোল।
ওহ, মার্তিনেজের আরেকটি পুরোনো অভ্যাসও বেরিয়ে এল–সেটি অবশ্য মেসিকে নিয়ে। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে বহু আগেই সর্বকালের সেরা তকমা দিয়ে সব সময় সবকিছুর ওপরে রাখাটা অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন মার্তিনেজ। চিলির বিপক্ষে ম্যাচের পর যেমন বললেন, ‘লিও সব ম্যাচ খেলতে চায়। সে সব সময় পার্থক্য গড়ে দেয়।’

ইতিহাস গড়ার আনন্দ কানাডার

আপনজন ডেস্ক: পেরুকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম জয় পেয়েছে কানাডা। সেই সঙ্গে পেরুর বিপক্ষে ২৪ বছর পর জয়ের স্বাদ পেল জেসি মার্শের দল। আর তাতেই ইতিহাস গড়ার আনন্দে মেতেছে তারা। এই জয়ে নক আউটের সম্ভাবনাও বাঁচিয়ে রাখল কানাডা। গত মাসেই কানাডার দায়িত্ব নেন মার্শ। এরপর শুরুর তিন ম্যাচে জয় তো পায়ইনি, গোলও করতে পারেনি। নেদারল্যান্ডসের কাছে ৪-০ গোলে হার, ফ্রান্সের সঙ্গে গোলশূন্য ড্রয়ের পর কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে হারে ২-০ গোলে। অবশেষে গোলের সঙ্গে জয়ের দেখাও পেয়েছে মার্শের দল। জোনাথন ডেভিদের একমাত্র গোলে জয়ের হাসি কানাডার।
ম্যাচের পর মার্শ বলেছেন, ‘ফলের দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারি, ছেলেরা ইতিহাস গড়ে খুবই উচ্ছ্বসিত। এটি অনেক বড় মুহূর্ত। তবে আমি যদি সার্বিক চিত্র দেখি, দল যে পরিস্থিতিতে ছিল। বেশ উত্তপ্ত অবস্থা।’
দ্বিতীয়ার্ধে কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেই ছক মধ্যবিরতিতে ড্রেসিংরুমে করেন মার্শ, ‘প্রথমার্ধে আমরা ভালো শুরু করি; কিন্তু পেরু আমাদের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। তাই বিরতিতে গিয়ে আমরা বড় বার্তা দেওয়ার কথা বলছিলাম, ইতিহাস গড়ার ব্যাপারে, আমরা যে আরো বড় চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত সেটি দেখানোর ব্যাপারে কথা বলছিলাম। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা খুব ভালোভাবে সাড়া দিই। আমার মতে, যে পরিবর্তনগুলো আমরা করেছি, তিনজন ফুটবলারই মাঠে নেমে ম্যাচের ফল নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে।
দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে এ গ্রুপের দুইয়ে এখন কানাডা। আগামী মঙ্গলবার চিলির বিপক্ষে খেলবে গ্রুপের শেষ ম্যাচ।

পা টেনে ধরে ‘ভাইরাল’ আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড, মজা নিচ্ছেন নিজেও

আপনজন ডেস্ক: তিনি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়, প্রতিপক্ষই তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আর্জেন্টাইন উইঙ্গার নিকোলাস গঞ্জালেস আজ নিজেই প্রতিপক্ষের একজনকে আটকাতে গেছেন, তা-ও পেছন থেকে পায়ের গোড়ালি টেনে ধরে। ফুটবল মাঠে নানা ধাঁচের ফাউল দেখা গেলেও গঞ্জালেসের ফাউলের দৃশ্যটিতে মজা পেয়েছেন অনেকেই।
যে কারণে ছবি আর ভিডিও হয়ে ঘটনার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। কোপা আমেরিকার ম্যাচে চিলির মরিসিও ইসলাকে করা গঞ্জালেসের ফাউল এখন রীতিমতো ‘ভাইরাল’। কেউ এর সঙ্গে মেলাচ্ছেন কুস্তি, কেউবা কাবাডি। ‘আর্জেন্টিনাবিরোধী’ অনেকে এটিকে ব্যবহার করছেন টিপ্পনীর প্রতীক হিসেবে। তবে ব্যাপারটা উপভোগ করছেন খোদ গঞ্জালেসও। নিজেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পেছন থেকে পা টেনে ধরার ছবিটি পোস্ট করেছেন।
ঘটনাটা ম্যাচের ৬১তম মিনিটের। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা–চিলি ম্যাচ তখনো গোলশূন্য সমতায়। আনহেল দি মারিয়ার জায়গায় একাদশে সুযোগ পাওয়া গঞ্জালেস ডান পাশ দিয়ে বল নিয়ে চিলির বক্সে ঢুকছিলেন। এমন সময় চিলি রাইটব্যাক ইসলা সামনের দিক থেকে এসে তাঁকে ট্যাকল করে বলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন। গঞ্জালেস মাটিতে পড়তে পড়তেই ইসলার পায়ে হাত দেন। ইসলা বাধাপ্রাপ্ত হলেও বল নিয়ে এগিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মাটিতে পড়ে গিয়েও মরিয়া গঞ্জালেস ইসলার গোড়ালি টেনে ধরেন। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান ইসলাও। সাধারণত সম্ভাব্য গোলের আক্রমণ ঠেকাতেই ডিফেন্ডাররা মরিয়া চেষ্টায় ফরোয়ার্ডদের আটকে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে ফাউলের শিকার হওয়া খেলোয়াড়ের শর্টস নিচে নেমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে অতীতে। কিন্তু আক্রমণে গিয়ে গঞ্জালেসের বল ফিরে পেতে (কিংবা ফাউলের জবাবে ফাউল করতে) একজন ডিফেন্ডারের পায়ের গোড়ালি টেনে ধরার দৃশ্য বেশ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। নানা ঘটনা ও নানা উপমায় যা ছড়িয়ে পড়েছে অনেকের টাইমলাইনে।
ম্যাচের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ছিল না এটি। ম্যাচ রেফারি নিজেও এ ঘটনায় কোনো ব্যবস্থা নেননি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ভাইরাল’ হয়ে যাওয়ার কারণেই হয়তো ঘটনাটা আলোড়িত করেছে গঞ্জালেসকে।
ইতালিয়ান ক্লাব ফিওরেন্তিনায় খেলা এই উইঙ্গার আর্জেন্টিনা–চিলি ম্যাচ নিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে চারটি ছবি পোস্ট করেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ ছবি হচ্ছে পেছন থেকে ইসলার পা টেনে ধরার দৃশ্য। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন দুরকমের হাসির ইমোজি।

রবিনসনের ১ ওভারে ৪৩, ১০০ বলে ডাবল সেঞ্চুরি–লেস্টারশায়ারের কিম্বারের যত রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: নাথান ম্যাকঅ্যান্ড্রুর লেগ কাটারে ইনসাইড-এজে বোল্ড হলেন লুই কিম্বার। লেস্টারশায়ার ব্যাটসম্যানকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এলেন সাসেক্সের সব খেলোয়াড়। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচটিতে লেস্টারশায়ার হেরেছে ১৮ রানে, তবে কিম্বার যা করেছেন, তাতে অভিনন্দনটা আসলেই তাঁর প্রাপ্য। ৪৬৪ রানের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করা লেস্টার ১৪৪ রানেই হারায় ৬ উইকেট। কিম্বার ব্যাটিংয়ে আসেন এরপর। কাউন্টির ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা একটি ইনিংস খেলেন তিনি। মাত্র ১২৭ বলে ২০ চার ও ২১ ছক্কায় কিম্বার করেন ২৪৩ রান। এর মধ্যে ওলি রবিনসনের এক ওভারেই ওঠে ৪৩ রান।
এক ইনিংসেই কিম্বারে ব্যাটে দেখা গেছে বেশ কয়েকটি রেকর্ড–

৪৩
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেই রবিনসনেরটির চেয়ে খরুচে ওভার আছে মাত্র একটি। রবিনসনের ওভারটি ছিল এমন–৬, ৬ (নো), ৪, ৬, ৪, ৬ (নো), ৪, ৬ (নো), ১। উল্লেখ্য, ইসিবির নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি নো বলে ২ রান পেনাল্টি হয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবচেয়ে খরুচে ওভারের রেকর্ডটি ওয়েলিংটনের বার্ট ভ্যান্সের। কেন্টারবেরির বিপক্ষে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে এক ওভারে ৭৭ রান দিয়েছিলেন তিনি, করেছিলেন ১৭টি নো বল।

১০০
ডাবল সেঞ্চুরিতে যেতে কিম্বারের লেগেছে ১০০ বল। প্রথম শ্রেণিতে বলের হিসাবে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। ৮৯ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন আফগানিস্তানের কাবুল রিজিওনের শফিকউল্লাহ শিনওয়ারি, ২০১৭-১৮ মৌসুমে বুস্ত রিজিওনের বিপক্ষে ম্যাচ ছিল তাদের।

২১
কিম্বারের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা ২১, কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে যা সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ১৭টি ছক্কার রেকর্ড ছিল ডারহামের বেন স্টোকসের, ২০২২ সালে উস্টারশায়ারের বিপক্ষে।

২৪৩
কিম্বার নেমেছিলেন আট নম্বরে। এ পজিশনে এটি প্রথম শ্রেণির ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ।

চলে গেলেন বৃষ্টি আইনের সহ-উদ্ভাবক

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে বৃষ্টি আইনে ৮ রানের জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করতে ডাকওয়ার্থ লুইস স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির অন্যতম সহ-উদ্ভাবক ফ্রাঙ্ক ডাকওয়ার্থ গত শুক্রবার ৮৪ বছর বয়সে মারা গেছেন। ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে ১৯৩৯ সালে জন্ম নিয়েছিলেন ডাকওয়ার্থ। প্রাথমিকভাবে ১৯৯৭ সালে প্রথম ডিএলএস পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় ক্রিকেট ম্যাচে। এরপর ২০০১ সাল থেকে আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে এটি গ্রহণ করে নেয়। ইংলিশ পরিসংখ্যানবিদ ডাকওয়ার্থের সঙ্গে এটি তৈরিতে কাজ করেন টনি লুইস। ২০১৪ সালে ডিএল পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনার পর নাম বদলে ফেলা হয়। তখন সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান পরিসংখ্যানবিদ স্টিভেন স্টার্নের নাম জুড়ে যায়। বৃষ্টিতে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে এলেও তাদের তৈরি এই পদ্ধতিতে ফলাফল বের করে আনার সুফল উপভোগ করছে ক্রিকেট।

গলা ব্যথা ও জ্বরে আক্রান্ত মেসিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা

আপনজন ডেস্ক: চিলির বিপক্ষে ম্যাচের ঠিক এক দিন আগেও অসুস্থিতে ভুগছিলেন লিওনেল মেসি। ঠাণ্ডা জ্বর ও গলা ব্যথার পাশাপাশি অস্বস্তি আছে উরুতে পাওয়া আঘাত নিয়েও। এরপরও মেসি অবশ্য চিলির বিপক্ষে খেলেছেন পুরো সময়। গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ১-০ গোলে জয়ের পর নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে মেসি নিজেই জানিয়েছেন। খেলার তখন ২৪ মিনিট, ডান পায়ে অস্বস্তি থাকায় ডাগআউটে থাকা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন মেসি। এরপর মাঠে ফিরেই সুযোগ পান গোলের। ৩৬ মিনিটে তাঁর দূরপাল্লার শট অবশ্য পোস্টে লেগে ফিরেছে। তবে ৮৮ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের গোল জয় এনে দিয়েছে আর্জেন্টিনাকে।
তাতে কোপা আমেরিকার শেষ আটে খেলা নিশ্চিত করেছে আলবিসেলেস্তারা।
আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, বুধবারেই মেসির চোটের পরীক্ষা করা হবে। মেসিও বলছেন, চোট গুরুতর নয়। ম্যাচের পর স্টেডিয়ামের মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে মেসি বলেছেন, ‘একটু সমস্যা করেছে, তবে ম্যাচ শেষ করতে পেরেছি।
আশা করি, গুরুতর কিছু নয়। শুরুতে আমি সেভাবে অনুভব করিনি। তবে এরপর শক্ত হয়ে আসছিল। অস্বস্তির কারণে ঠিকমতো দৌড়াতে পারছিলাম না। আগামীকাল দেখব কী অবস্থা হয়। ম্যাচের আগে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না মেসি।

৫৩৫ মিনিট পর ইউরো একটু সহজ হল এমবাপ্পের জন্য

আপনজন ডেস্ক: নাক ভেঙে যাওয়ায় সুরক্ষার জন্য মাস্ক পরে মাঠে নেমেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু ডর্টমুন্ডে গতকাল রাতে পোল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম জানিয়েছেন, মাস্ক পরে খেলতে এমবাপ্পের সমস্যা হচ্ছে। তবে এই সমস্যা নিয়েই ইউরোয় নিজের প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন ফরাসি তারকা।
এমবাপ্পে এর আগে সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে ইউরো জেতা কঠিন।’ এমবাপ্পে এ কথা কেন বলেছেন, সেটা তাঁর ক্যারিয়ারে তাকালেই বোঝা যায়। ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপে জয়ের পথে দেশের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে গোল, পেলের পর দ্বিতীয় ‘কিশোর’ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করেছেন। শুধু তা–ই নয়, যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পথে বিশ্বকাপের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন এমবাপ্পে। কিন্তু ইউরোতে তাঁকে থাকতে হয়েছে গোলের অপেক্ষায়। ২০২০ ইউরোয় (২০২১ সালে অনুষ্ঠিত) ফ্রান্সের হয়ে চার ম্যাচ খেলেও গোল পাননি। গ্রুপ পর্বে জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচে অফসাইডের কারণে একটি গোল বাতিল হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ষোলোয় টাইব্রেকারে এমবাপ্পে পঞ্চম শটটি লক্ষ্যভেদ করতে না পারায় বাদ পড়েছিল ফ্রান্স। এবার ইউরোয় অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গোল পাননি, উল্টো প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভেঙে নেন। এরপর নেদারল্যান্ডস ম্যাচ তাঁকে খেলানো হয়নি। গতকাল রাতে পোল্যান্ডের বিপক্ষে একাদশে ফিরে দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক এক্স হ্যান্ডল মিস্টারচিপ (অ্যালেক্সিস) জানিয়েছে, ইউরোয় নিজের প্রথম গোলটি করতে ৫৩৫ মিনিট সময় লাগল এমবাপ্পের। অথচ বিশ্বকাপে প্রথম গোল পেতে সময় লেগেছে ১২৪ মিনিট! তবে গোল পাওয়ায় ইউরোকে এমবাপ্পের এখন একটু সহজ প্রতিযোগিতা মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। তবে গোল তো গোলই। পয়েন্ট ভাগাভাগি করে শেষ ষোলোয় ওঠার পর মাস্ক নিয়ে এমবাপ্পের সমস্যার কথা বলেছেন দেশম।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

সেমিফাইনালে আফগানিস্তানই একমাত্র চমক

আপনজন ডেস্ক: শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে ভারত ও ইংল্যান্ডকে বেশির ভাগ মানুষই হয়তো রেখেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকেও আগেভাগেই বাদ দিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আফগানিস্তানকে নিয়ে এত দূর ভেবেছেন, এমন লোক হয়তো খুব বেশি নেই। বিশ্বমঞ্চে বড় কিছুর আভাস গত বছরই দিয়ে রেখেছিল আফগানিস্তান। ওয়ানডে বিশ্বকাপে হারিয়েছে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো দলকে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ২০১ রানের অতিমানবীয় ইনিংসটা না খেললে সেবারই সেমিফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবে টিকে থাকত। ৭ মাস আগের আক্ষেপ ভুলে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ঠিকই শেষ চারে জায়গা করে নিল আফগানরা। অথচ সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে আফগানিস্তান বড় ব্যবধানে হেরেছিল। বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হার আরও বাজেভাবে। তবে এর আগেই তারা হেসেখেলে শেষ আটে উঠে গিয়েছিল। উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জয় প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু সব ধরনের বিশ্বকাপ মিলিয়ে গত ৬ আসরের প্রতিটিতে সেমিফাইনালে খেলা নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৮৪ রানের জয়টা ক্রিকেট বিশ্লেষকের নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করে।

গ্রুপ পর্বের বাধা পেরোনোর পথে কিউইবধ আর সুপার এইটের বাধা টপকানোর পথে অস্ট্রেলিয়াবধ, আরেকটি আফগান-রূপকথা লিখতে রশিদ খানের দল হয়তো তাসমান সাগরপারের দুই প্রতিবেশীকে ‘টার্গেট’ করে রেখেছিল! সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে ওঠা একমাত্র দল হলে কী হবে, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো জয়ই ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। শুরুতে অনেকে হয়তো ভেবেছিলেন, নিউইয়র্কের মতো ড্রপ ইন পিচে টানা ৩ ম্যাচ খেলতে হয়েছে বলেই ডি কক-রাবাদা-ক্লাসেনরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারেননি।
তবে নিউইয়র্কের বাইরে গিয়েও প্রোটিয়ারা জয়ের ধারা যেমন অব্যাহত রেখেছে, একই সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চালিয়ে যেতে হয়েছে। লঙ্কানদের ৭৭ রানে অলআউট করে দিলেও এইডেন মার্করামের দলের জিততে লেগেছে ১৬.২ ওভার। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে খেলতে হয়েছে ১৯তম ওভার পর্যন্ত। আম্পায়ারের একাধিক সিদ্ধান্ত পক্ষে না গেলে বাংলাদেশের কাছেই হয়তো হারতে হতো প্রোটিয়াদের। আর নেপালকে অবিশ্বাস্যভাবে ১ রানে হারানো নিয়ে তো এখনো চর্চা হতে পারে। গ্রুপ পর্বে চারে-চারের পর সুপার এইটে তিনে-তিন। শেষ আটে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম জয় পেয়েছে টুর্নামেন্টের আরেক সহ-আয়োজক ও বিশ্বকাপ আবির্ভাবেই চমকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।
প্রোটিয়াদের পরের জয়টা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। দারুণ সেই জয়েও অবশ্য ডি কক-ক্লাসেনদের সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত হয়নি। কারণ, নেট রান রেটে বেশ পিছিয়ে ছিল।
ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অলিখিত ‘কোয়ার্টার ফাইনাল’। বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচের শেষ ওভারে জিতে রাসেল-পুরানদের হৃদয় ভাঙে দক্ষিণ আফ্রিকা।
এক দশক ধরে বৈশ্বিক শিরোপা জিততে না পারা ভারতও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ‘চোক’ করে চলেছে। তবে তা নকআউট পর্বে। এর আগের বাধাগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হেসেখেলে উতরে যায় তারা। তাই রোহিত শর্মার দল সেমিফাইনালে উঠতে না পারলেই বরং তা হতো এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**